আহমেদ ফারুক

খুন

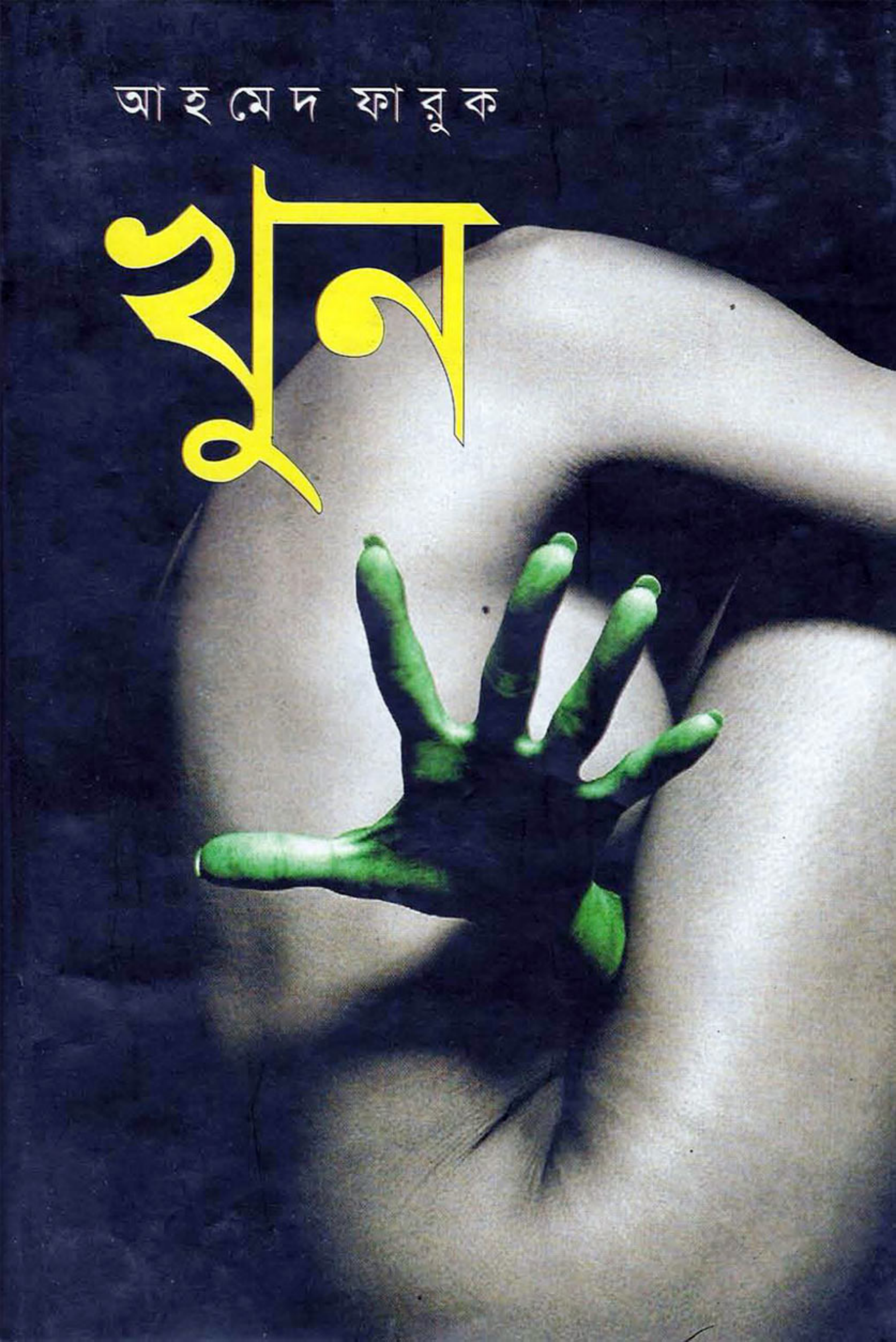

পৃথিবীর সব কিছু ক্ষয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তাই ভালোবাসা।
সব সত্য মুছে মিথ্যার মরদেহে যা দাঁড়িয়ে থাকে তাই প্রেম।

পৃথিবীর সবচেয়ে কষ্টদায়ক যন্ত্রণার নাম অপমান
তার চেয়েও ঢের বেশি কষ্টের নাম আত্মগ্লানি।

এই লেখাটা লেখার আগে চারটা নষ্ট নারীর সাথে আমার কথা হয়েছে। একটা একবারে নিম্ন শ্রেণির। সে তার নাম বলেনি। তার জীবনের কোনো গোপন গল্প নেই। থাকলেও আমার জানা হয়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয়টা অতি আধুনিক। একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাশন ডিজাইনে পড়ছে। এটা এই পুরো ব্যাপারটাকে আধুনিকতা ভাবে। যৌন সম্পর্ককে সে ভালোবাসার অংশ মনে করে। এমনকি যৌনতার ছোটখাটো ব্যাপাগুলো তার কাছে একেবারে ওপেন। চুমু দেয়া কিংবা শরীর দেখানো তার কাছে অতি নগণ্য ব্যাপার। সে ভালো ঘরের সন্তান। আমার এক কোটিপতি ব্যবসায়ী বন্ধুর সাথে প্রায়ই সিলেট-কক্সবাজার যায়। দু-তিন দিন পর ফিরে আসে। আমি ভেবে পাই না এই মেয়ের বাবা-মা মেয়ের বাইরে থাকা মেনে নেয় কিভাবে?

তৃতীয়টা প্রফেশনাল বেশ্যা। হোটেলে থাকে। তবে সবাইকে পরিচয় দেয় এয়ার হোস্টেজ। তার প্রোফাইলও বেশ হাই। এটা রাতের কাজ ছাড়াও আরো কিছু অদ্ভুত কাজ করতে পারে। যেমন কাউকে ফাঁসিয়ে দেয়া বা অন্য কোনো কাজ হাসিল করা। বিশেষ করে কাস্টমার ধরার বিজনেসে এর জুড়ি নেই।

শেষটার সত্যি সত্যিই চরিত্র খারাপ। এটা সম্ভবত সেক্স ছাড়া চলতে পারে না। বহুগামী পুরুষের মতো বহুগামী মেয়ে। একাধিক পুরুষের আদর নেয়াই তার স্বভাব। ক'দিন আগে মেয়েটার বিয়ে হয়েছে, তার পরও এই কাজ বাদ দিতে পারেনি। একবার ভয়াবহ বিপদেও পড়েছিল। এমআর করে কোনো রকমে জান বেঁচেছে। আমি তো ভাবলাম যাক উচিত শিক্ষা হয়েছে। এবার আর যাই হোক চরিত্রটা ভালো হবে। কিন্তু যেই লাউ সেই কদু। অদ্ভুত ব্যাপার হলো মেয়েটা বোরকা পরে। সবাই ভাবে খুবই ধার্মিক মেয়ে। এরা ধর্মটাকেও ব্যবসা হিসেবে বিবেচনা করে।

প্রথমজন ছাড়া বাকি তিন বেশ্যার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে আমার কোটিপতি বন্ধু। সে বেশ গর্ব করে বলে, এই তিনটাই আমি বলতে পাগল। তিনটারই টেস্ট নিয়েছি। আমিও বেশ খুশি হয়ে বললাম, সবচেয়ে মজার কোনটা?

সে অবশ্য উত্তর দেয়নি। শুধু হেসেছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেঞ্চুরি মানিকের গল্প আমরা সবাই জানি। সে বেশ আলোচিত ছিল। কিন্তু আমাদের সমাজে এমন মানিকের যেমন অভাব নেই, তেমনি অভাব নেই আধুনিক এই বিজনেস ম্যাগনেট বেশ্যারও। এ এক অদ্ভুত মুখোশ।

আমি শেষ তিনটাকে দেখার পর হালকা শক হয়েছিলাম। এত সুন্দর, স্মার্ট, সমাজের উঁচু শ্রেণির মেয়ে এরা, সামাজিক স্টাটাসও বেশ হাই। কেউ কোনো দিন ভাবতেই পারবে না এরা আসলে কী?

আমরা কি তবে চূড়ান্ত নষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবেশ করেছি। নাকি 'বেশ্যা' শব্দটার নতুন করে আধুনিক সংজ্ঞা দিতে হবে। আমার জানা নেই।

আহমেদ ফারুক
০১৯১১৪৬৬৮৮০

প্রেম
এক অদ্ভুত অনুভূতি। চূড়ান্ত যৌনতার সুখ।
মাল আউট হলেই চুপসে যাওয়া লিঙ্গ থেকে
রাজা কনডম খসে যাওয়ার মতো।

ভালোবাসা
অদৃশ্য কান্না, অশ্রুবিহীন
চলে যাওয়া রিনার কথা ভেবে পুড়ছে হৃদয় সারাক্ষণ।

(নীরব কালের কথকতা)

খুন। আর ঘণ্টা চারের মধ্যে একটা খুন হবে। তবে খুনটা একটা মানুষের হবে না পশুর হবে শিহাব তা বুঝতে পারছে না।

মোবাইলটা অনবরত বাজছে। এই এক যন্ত্রণার যন্ত্র। না থাকলেও সমস্যা, থাকলেও সমস্যা।

শিহাব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কলটা ধরতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু ধরতেই হবে। অনিচ্ছায় এ জগতের অনেক কাজ করতে হয়। কিছু করার নেই। সে ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে বলল–

আমার আসতে একটু দেরি হবে।

জি স্যার।

মনি ম্যাডাম, হ্যাঁ ম্যাডাম মনি কি এসেছে?

স্যার সময়মতো চলে আসবে। আপনি টেনশন করবেন না।

সবাই কি চলে গেছে। কোনো আজাইরা পাবলিক যেন না থাকে।

স্যার কী যে বলেন। এত দিন হলো এই শিখলাম।

গুড। আই লাইক ইউ। আই লাইক উই...

মন্ত্রী মনোজিত কুমার গুপ্ত আজ বেশি খেয়েছেন। কথা বলছেন টেনে টেনে। মদের নেশায় একই কথা দুইবার বলছেন। অদ্ভুত এক উত্তেজনা যে কাজ করছে তা কথার টানেই বোঝা যায়।

গত চার দিন হলো এই বাসায় কেউ নেই। এক মালী, দুই দারোয়ান আর এক কেয়ারটেকার ছিল। মালী বিদায় করা হয়েছে দুই মাস আগে। কেয়ারটেকার আর দারোয়ান বিদায় হয়েছে সপ্তাহখানেক হলো। এসবই শিহাবের প্লানের অংশ। সব কিছু প্লান করেই এগোচ্ছে সে।

শিহাব এ বাড়িতে সন্ধ্যার পর আসে। নিয়ম করে লাইট জ্বালায়। যেন আশপাশের কেউ কিছুই বুঝতে না পারে। তবে গুপ্তকে সে কিছু জানায়নি। জানানোর প্রয়োজনও নেই। কারণ শিহাব তার চেয়ে বড় খেলোয়াড়।

রিমিকে ফোন দেবে শিহাব। ঠিক এ সময় কুত্তা চারটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

খাঁটি দেশী কুত্তা। আজ সকালে শেষ কুত্তাটা নিয়ে আসা হয়েছে। বাকি তিনটা গত পরশু দিয়ে গেছে। অনেক চিন্তাভাবনা করেই কুত্তাগুলো নিয়ে আসা হয়েছে। অবশ্য সবগুলোকে কুত্তা বলা ঠিক হচ্ছে না। কারণ এদের মধ্যে একটা কুত্তী।

কুত্তীটার ওপর শিহাব বেশ খুশি। কারণ তিন কুত্তা খুব ঘেউ ঘেউ করছিল। কিছুতেই শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা যাচ্ছিল না। কুত্তীটা আনায় রক্ষা। একাই তিনটাকে সামাল দিচ্ছে। বিরাট খেলোয়াড়। তিনটা সারা দিন চাটছে। কোনো বিকার নেই। তবে গতকাল বিকেল থেকে কোনোটাকেই কিছু খেতে দিচ্ছে না সে। এদের খাবার-পানি আরো আগে বন্ধ করে দেয়া উচিত ছিল। প্লানের অংশ হিসেবেই শিহাব তা করেছে।

সম্ভবত চার কুত্তার জন্মের ক্ষুধা লাগছে। কিছুক্ষণ ঘেউ ঘেউ করার পর কো কো শব্দ করে থেমে গেল। শরীরের শক্তি মনে হয় শেষ। দুপুরে একবার সে কুকুর চারটার কাছে গিয়েছিল। সব ক'টার চোখ জ্বলজ্বল করছিল। শেকলে না বাঁধা থাকলে কামড়ে আলুথালু করে ফেলত।

প্রথম কুত্তাটা আনছে মোবারক। সে থাকে গফরগাঁও। বলল, স্যার দেশী কুত্তা দিয়া কী করবেন?

রাইন্ধা খামু।

স্যার যে কী কন? অবশ্য আরিচা ঘাটে নাকি ভালো কুত্তা রান্ধা হইত। এখন অবশ্য সেই দিন নাই। থাকলেও কইতে পারি না।

ভালো মোটা কুত্তা দিতে পারবা। বড় দাঁতওয়ালা। পাগলা কুত্তা হইলে ভালো হয়।

পাগলা কুত্তা দিতে পারুম না স্যার। তয় হৃষ্টপুষ্ট দিতে পারুম।

আচ্ছা ঠিক আছে।

গফরগাঁও, ফরিদপুর আর বাঘেরহাট থেকে তিন জাতের তিনটা কুত্তা জোগাড় হয়েছে। দেশী কুত্তা, কিন্তু মারাত্মক। কামড় দিলে চৌদ্দ ইনজেকশনেও কাজ হবে বলে মনে হয় না।

সবশেষে মোবারককে একটা কুত্তী দিতে বলল শিহাব। মোবারকের অবশ্য কুত্তা নিয়ে আগ্রহের সীমা নাই। বলল, স্যার ছাগল পালছিলাম। কোরবানির হাটেও এক ছাগলের দাম দশ হাজার পাই নাই। অথচ আফনে এক কুত্তার দাম দিলেন বারো হাজার।

আরো লাগবে?

না স্যার। তয় আপনে মাদী কুত্তা, মানে কুত্তী চাইতাছেন এইডাই সমস্যা।

সমস্যার কী আছে?

না মানে মানুষ বেশ্যা হয়। কিন্তু আপনি চাইতাছেন বেশ্যা কুত্তী। এইডা বুঝুম ক্যামনে?

না বুঝলে ব্যবসা বাদ দাও।

স্যার আমি সাধ্য দিয়া কাম করুম। দরকার হয় মাদী কুত্তীরে দশটা মর্দা কুত্তার লগে রাখুম। জেনুইন মাগি বানায়ে আনুম।

গুড।

মোবারক দুই দিনের মাথায় ফোন দিয়ে বলল, স্যার বেশ্যা কুত্তী পাইছি।

ঠিক আছে রাখো তোমার কাছে। আর সামনের বুধবার আনবা।

স্যার এত দিন ক্যামনে রাখুম?

কুত্তা পালা শেখো। তা ছাড়া কুত্তা পালা সমস্যার তো কিছু দেখি না। তিন বেলা গোশত খাওয়াবা। ব্যস, ঘেউ ঘেউ বন্ধ। ব্যবসায় নামছো, লাজ-লজ্জা ছাড়ো।

জি আইচ্ছা স্যার। তা আপনে ঠিকই কইছেন। কারণ বউ পালার চাইতে কুত্তা পালা সহজ।

মোবারক কুত্তী দিয়ে যাওয়ার পর বাকি তিন কুত্তা একেবারে ঠাণ্ডা। অরিজিনাল বেশ্যা কুত্তী দিয়ে গেছে মোবারক। তারে মনে মনে থ্যাংকস জানায় শিহাব।

রিমিকে বাংলা ভাষার এক অদ্ভুত শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা যায়। সত্যিই শব্দটা বেশ অদ্ভুত। এতটাই খারাপ যে উচ্চারণ করলে সবাই টেরা চোখে তাকায়। কিন্তু শব্দ তো শব্দই। মেয়ে আর মাগির তো একই অর্থ। তার পরও মানুষ 'মাগি' শব্দটা শুনলেই রিঅ্যাক্ট করে কেন বুঝি না।

শিহাব ফোন করল রিমিকে। রিং বাজার আগেই ওপাশ থেকে বলে উঠল, হ্যালো, স্যার। আমি তো বলেছি চলে আসব। পারলে একটু আগেই আসব। আমি কাস্টমারকে অখুশি করি না।

একটু দেরি করে আসো। এত হুড়াতাড়ার কিছু নাই।

কেন? আমার সঙ্গ আপনার পছন্দ না?

শিহাব কী বলবে খুঁজে পেল না। সে কথা বাড়াতে চাচ্ছে না। মাগির সাথে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো।

স্যার, আমার ডিনার হয়নি।

তো? তো আমি কী করব? আজাইরা প্যাঁচাল পারবা না তো।

না বলছিলাম আসুন একসাথে একটা চাইনিজে বসে ডিনারটা সেরে নিই। মজা পাবেন।

এত মজার দরকার নাই। এখন আমি খুব বিজি। তা ছাড়া ডিনার অনেক আগেই

সেরেছি।

চাইনিজে একটু স্যুপ খাবেন। বেশি কিছু তো না। ঘোলা নোনতা পানির মধ্যে কুরকার গোশত, খারাপ না।

কুরকা কী?

কুরকা মানে মুরগি। দেশি ব্যারাইম্মা মুরগি। আমাগো দেশে দেশী ব্যারাইম্মা মুরগিরে 'কুরকা' কয়।

বাজে কথা রাখো।

এত রাগ করেন ক্যান? আপনি পুরুষ মানুষ। গোশত আপনাগো প্রিয় খাবার। তা কুরকাই হোক আর আমার মতো তাজা মালই হোক।

এত কথা বলো না তো। ডিনার একা একা সেরে নাও। আমি পেমেন্ট দিয়ে দেবো।

থ্যাংক উই স্যার।

সময়মতো চলে এসো। আর হ্যাঁ, আমার সব কথা মনে আছে তো?

আছে।

ওকে। আমি আবার সময়মতো ফোন দেবো।

শিহাব চট করে লাইনটা কেটে দিলো। রিমি মাগির সাথে কথা বলার কোনো মানেই নেই। কত শখ ডিনার করবে। তাও আবার চাইনিজ রেস্তোরাঁয়। কিছু মেয়ে আছে পেটের যাবতীয় চাহিদা অন্যের পয়সায় মেটায়। মনে কয় পেটে লাথি দিয়ে পাকস্থলীর চামড়া ফাটায়ে দিই।

শিহাব বসে আছে বারান্দায়। আজ মনে হয় অমাবস্যা। প্রয়োজনের তুলনায় অন্ধকার একটু বেশি। ইচ্ছে করে বাড়ির আলো কমিয়ে দেয়া হয়েছে। রাত যত বাড়বে আলো তত কমবে।

মন্ত্রী মনোজিত কুমার গুপ্তের এটা আট নম্বর বাড়ি। এ বাড়ির খবর স্যারের বুড়ি বউও জানে না। জানার কথাও না। শেষ বয়সে আয়েশ করে পায়েস খাওয়ার জন্য বাড়িটা কিনেছেন। ঠিক কেনাও না, প্যাঁচ মেরে দখল করেছেন। আর এই খবর বুড়ি বউ জানবে কী করে। আর তাকে জানিয়েই বা কী হবে? ঝুলে পড়া শরীরে তো চাটার মতো কিছু নেই।

মন্ত্রীদের অনেক কিছুই মানুষ জানে না। মানুষ জানলে তারা সম্মানিত হতে পারত না। মানুষ জানলে ভোট তো দূরের কথা, ভোট চাইতে গেলে মুখে মনুষ্যবিষ্ঠা ছিটিয়ে মারত। এও এক চরম সত্য।

শিহাব বারান্দার লাইটটা জ্বালিয়ে দিলো। তার হাতে একটা বই। ভারতের শ্রী শ্রী গৌতম রামু শেখর বইটার সম্পাদনা করেছেন। বইটা মূলত পুরাণের ওপর।

তবে সব ধর্মের আলোকে বইটি লেখা। পাপসংক্রান্ত বিভিন্ন শাস্তির কথা বইতে বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। বইটা অনেক দিন হলো সে খুঁজছিল। এত দিনে হাতে পেয়েছে।

পাপের সংজ্ঞাটা পৃথিবীর সব ধর্মে একই রকম। হিন্দু ধর্মে যেটা বড় পাপ সেটা অন্য ধর্মেও বড় পাপ। ইসলাম ধর্মের স্পষ্টভাবে পাপের কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কিছু শাস্তির বর্ণনা পড়লে গায়ের কাঁটা শিউরে ওঠে।

গত চার মাস হলো শিহাব ধর্মের বই পড়ছে। মৃত্যুর পর পরকালের জীবনটা তার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। সেই জগতে শাস্তির কথা পড়লেই ভয় লাগে। অথচ আমরা ভয় পেলেও হয়তো তা হৃদয় থেকে বিশ্বাস করি না। অথচ একদিন সবার এই সত্যটার মুখোমুখি হতে হবে।

পুরাণে পাপের প্রকারভেদ করা হয়েছে। মোট তিন শ' সাতাশি রকমের পাপ আছে। সেসব পাপের এক শ' ছিচল্লিশ প্রকার শাস্তি। দুই শ' পৃষ্ঠাজুড়ে সেসব শাস্তির বর্ণনা। গা শিউরে ওঠার মতো একটা শাস্তি আরেকটা থেকে আলাদা। তবে সব শাস্তিই ভয়াবহ। এসব শাস্তির একটা ডেমো যদি পৃথিবীতে দেখানো যেত তাহলে আর কোনো পাপই থাকত না। কেউ পাপ করার সাহসও পেত না।

খুনের শাস্তি সবচেয়ে ভয়াবহ। কোনো ধর্মে শরীর কঠিন আগুনে পোড়ানোর কথা বলা হয়েছে। আবার কোনো ধর্মে পিষে মুণ্ডু গলিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। শাস্তি দেয়ার সময় আগুনের শেকল দিয়ে বাঁধা হবে। বড় হাতুড়ি দিয়ে গালিয়ে দেয়া হবে মগজ।

শিহাব মন দিয়ে খুনের শাস্তির বর্ণনা পড়ল। তার জিহ্বা শুকিয়ে আসে। কারণ ইসলাম ধর্মের শাস্তির বর্ণনা জানলে হয়তো কেউ খুন করার সাহস পাবে না। তার পরও শিহাব জানে আজ রাতে খুনটা তাকে করতেই হবে।

শিহাব খুন করলে এ জগতে কী হবে তা নিয়ে কখনো ভাবেনি। কারণ এ জগতের আইন তাকে শাস্তি দিতে পারবে না। এই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো যায়। টাকা আর বুদ্ধিমত্তা থাকলে শুধু বুড়ো আঙুলই না, সাথে অন্যান্য আঙুলও দেখানো যায়। তার দুটোই আছে এবং আজকে খুনের পর সে সত্যি সত্যি বুড়ো আঙুল দেখাবে।

মোবাইলটা বেজে উঠল। মন্ত্রীর এই কলটা রেকর্ড করা উচিত। প্লান অনুযায়ী এই কলটা বেশ কাজ দেবে। কারণ খুনের পর কল রেকর্ড দেখা হবে। সে কল রের্কডে চাপ দিলো।

হ্যালো.. ও...

স্যার। সব ব্যবস্থা করা আছে। নায়িকা মনি দশটার দিকে আসবেন।

কাকপক্ষীও যেন ব্যাপারটা না জানে।

জানবে না স্যার। তা ছাড়া স্যার আপনি এলেই আমি বের হব। বাড়িতে কেবল আপনি আর ম্যাডাম থাকবেন। আমি দরকার হলে ফোন বন্ধ করে আজ রাতেই চিটাগাং যাবো। আমি সে ধরনের ব্যবস্থাই করেছি। রাত সারে ১২টার একটা টিকিটও কেটে রেখেছি।

ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

স্যার কোনো টেনশন নেবেন না।

হে.. হে.. হে...

মনোজিত গুপ্ত শিহাবের কথায় বেশ মজা পেয়েছেন। মদারুরা অল্পতেই মজা পায়।

মনোজিত গুপ্ত মনে মনে বললেন, ছেলেটা আসলেই বুদ্ধিমান। কাজ ভালো বোঝে। সত্যি ভালো বোঝে।

মনোজিত গুপ্ত চোখ বন্ধ করে ভাবে– একটা বাড়িতে সে আর দেশের স্বনামধন্য নায়িকা। মাংসের স্বাদ। দেশের সেরা নায়িকাকে অন্ধকারে পাওয়ার আনন্দ। তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবে নরম ধবধবে সাদা বিছানায়। খরতাপে শুষ্ক চৌচির জমিতে চাষের মহড়া চলবে।

তার সচল শরীর সময়ের কাঁটায় নিষ্প্রাণ হয়ে যচ্ছে। সময় করে দিয়েছে বিরানভূমি। পানির অভাবে ফেটে ভঙ্গুর রূপ ধারণ করেছিল। ঝিরিঝিরি ভেজা বাতাসের শীতল পরশে আজ জীবন্ত হয়ে উঠবে অনাবাদী জমি। জলমহলের ফোয়ারা কাঁটা বিছানো গোলাপ বাগানে জীবন-যৌবনের রক্তারক্তি হাল করে ছেড়ে দেবে। গোলাপ পাপড়ির গায়ে শরীরী স্বাদ। এক লহমায় বিসর্জন যত দ্বিধা, যত অনিশ্চয়তার। জ্যোৎস্না পরীর যৌবন মাধুরী লিখবে দেহসর্বস্ব পদাবলি। শরীর খুঁজে চলতে থাকবে কিছু অলৌকিক আবিষ্কারের নেশা।

কী এক দুর্ধর্ষ চাওয়া-পাওয়া। হিসাব-নিকাশের ধার ধারে না। শিথিল নীলিমায় জীবন গোঙানির শেষ হবে। বুড়ি বউ যে তার কামনার শেষ বিন্দুতে পৌছতে পারে না। তাহলে কি এ কামনার কষ্টে অতৃপ্ত থকবেন তিনি। এত ক্ষমতা, এত জৌলুশ কি তাকে একটু কামনার শান্তি দেবে না। কৃষ্ণচূড়ার রঙিন জলে ধুয়ে নিতে চান সব না পাওয়া।

হ্যালো, শি...হা..ব...

স্যার বলেন।

আমি আধা ঘণ্টার মধ্যে পৌছে যাবো।

ঠিক আছে স্যার। টেনশন নেবেন না।

বারান্দার বাতি নিভিয়ে দেয় শিহাব। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে। ভয়াবহ কাজ করার সময় মানুষ কেবলই অন্ধকার খোঁজে। মানুষের কর্ম মানুষের ওপর অনেক প্রভাব বিস্তার করে। সম্ভবত এ কারণেই এখন তার অন্ধকার ভালো লাগে।

রিমির মনটা আজ বেশ ভালো। ভালো একটা কাস্টমার পাওয়া গেছে। আগামী এক মাসের কামাই এক ক্ষেপে আসবে। ভাবাই যায় না। এমন ভালো ভালো ক্ষেপ আরো বেশি বেশি পেলে সে তার স্বপ্নটা পূরণ করতে পারত।

এ জীবনটা তার পছন্দ না। যদিও রিমি জানে এ জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচা এত সহজ নয়। এ এক অদ্ভুত ফাঁদ। এ ফাঁদ থেকে পালিয়ে বাঁচার কোনো উপায় নেই। তবে সে বাঁচার চেষ্টা করবে।

রিমির অবশ্য নিজেকে নিয়ে ইদানীং কম চিন্তা করে। চিন্তা করতে ভালো লাগে না। তবে অনেক টাকা হলে সে বিদেশ চলে যাবে। নতুন দেশে সে নতুন করে জীবন শুরু করার চেষ্টা করবে। সোলায়মান ভাই বলেছে, এখন বিদেশে যেতে খুব বেশি টাকা লাগে না। কিন্তু ব্যাটে-বলে মিলে না।

কাস্টমারটা মালদার মনে হয়। কিন্তু একবারে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবে, না টেনে টেন ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলবে তা সে বুঝতে পারছে না। কারণ শিহাব নামের যে লোকটা তাকে কন্ট্রাক্ট করেছে তাকে সে এখনো দেখেনি।

তবে মালদারই হবে। কারণ সে যা টাকা রিমি চেয়েছে তারা এক ঠেলাতেই তার দ্বিগুণ দেবে বলেছে। তারপর দিয়েছে শর্ত। প্রতি শর্তের জন্য আলাদা আলাদা পেমেন্ট।

দুপুরে লোকমারফত পাঠিয়েছে কসমেটিকস। ভালো ব্র্যান্ডের এসব কসমেটিকস রিমি কোনো দিন চোখেও দেখেনি।

একটা বডি লোশন সে হাতে নিল। নামটা পড়তে পারছে না। তার অল্প পড়াশোনায় এই নাম পড়া সম্ভব নয়। তবে তার বিদ্যা একবারে কম না। কারণ সে বিভিন্নভাবে কথা বলতে পারে। কাস্টমার চাইলে ইংলিশও বলতে পারে। আবার পান চাবাতে চাবাতে মাতারিও সাজতে পারে। সবই শিখে নিতে হয়। সময়ের চাহিদা, অন্য কিছু নয়।

লোশনটার ওপর আরবিতে কী যেন লেখা। অবশ্য ইদানীং বিস্কুটের প্যাকেটের ওপরেও আরবিতে নাম লেখা থাকে। মানুষ আরবি নাম দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আরবি নামের মধ্যে কী আছে কে জানে।

রিমি লোশনটা শরীরে মাখল। একটু আগেই সে গোসল করে এসেছে। ভেজা শরীর এমনিতেই তুলতুলে হয়ে আছে। তার ওপর লোশন। বেশ সুন্দর একটা গন্ধ বের হচ্ছে। চামড়াটা তুলতুলে হয়ে গেল। কাস্টমার বেশ বিলাসী মনে হয়। আরাম বোঝে।

অবশ্য এ জাতীয় কাস্টমারের চেহারা হয় গাড়ল টাইপের। দেখলেই বমি আসে। এরা ঠোঁট চাটে বেশি। ঘেন্না লাগে রিমির। কিন্তু পেট তো ঘেন্না বোঝে না। বেঁচে থাকার জন্য কত কিছুই না করতে হয়।

প্রথম দিকে বমি চলে আসত তার। একবার তো বমি করে অসুস্থ হয়ে গেল। চ্যাংদোলা হয়ে পড়েছিল কাস্টমারের মকমলের বিছানায়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। সে সময় গাড়ল কাস্টমার ঝাঁপিয়ে পড়ল শরীরের ওপর। একটা মাংসপিণ্ড নিয়ে নাড়াচাড়া করল। রিমির মনে হচ্ছিল সে আর বাঁচবে না। গাড়ল গণ্ডার ইয়া মোটা লম্বা রডের মতো নুনু ঢুকিয়ে বসে আছে। জান শ্যাষ।

এখন অবশ্য তার কোনো কিছুতেই কিছু মনে হয় না। সবই অভ্যাস। কোনো কিছুর অনুভূতিই যেন নেই। না শান্তি, না মিলনের সুখ। তবে তার অবাক লাগে বিবাহিত নষ্ট পুরুষ দেখলে। এরা বউ থুয়ে কেন আসে তা তার জানতে ইচ্ছে করে। একবার এক কাস্টমারকে চূড়ান্ত মুহূর্তে বলেছিল, তোমার বউ কি ঢুকাতে দেয় না। নাকি বউয়ের মাং নাই।

অদ্ভুত ব্যাপার, কাস্টমার সাথে সাথে তাকে ছুড়ে ফেলে বসে রইল উলঙ্গ হয়ে। ব্যাটার সারা শরীরে লোম। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। তার চেয়েও বড় ব্যাপার ব্যাটা মনে হয় গত ছয় মাসেও তার বাল ফেলেনি। মহিষের শরীরে যেমন ভোঁটকা গন্ধ থাকে তার শরীর থেকেও সে রকম গন্ধ আসছিল।

বিছানার কোনায় একটা হনুমান বসে আছে মনে হচ্ছিল। সে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। সেটা উত্তেজিত হয়ে একবার ওপরে একবার নিচে নামছিল। তারপর একসময় নেতিয়ে গেল। রিমি কাছে গিয়ে বলল– সরি, স্যার। সাথে সাথে হনুমান একটা কষিয়ে চড় মেরে বসল। তারপর মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে মুখের ওপর ছুড়ে মারল। বলল– বের হ নটি মাগি, এক্ষণ আমার চোখের সামনে থেকে ভাগ।

তার দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা হিংস্রতা ছিল। কে জানে তার জীবনের গোপন গল্পটা কী? কেন সে এমন ক্ষিপ্ত? রিমির মাঝে মাঝেই এসব গল্প জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু জানা হয়ে ওঠে না।

সবচেয়ে মজার কাস্টমার হলো যারা মদ খায়। এদের জীবনটা কোনো না কোনো কারণে তুষের আগুনে জ্বলতে থাকে। এরা মূলত ভালোবাসার কাঙাল। এরা

টাল হয়ে অনেক মনের কথা বলে। ভাব জমানোর চেষ্টা করে। অতিরিক্ত খুশি হলে জায়গাজমি লিখে দিতে চায়।

একবার তো এক মদারু ক্যাশ পে চেক লিখে দিলো। তারপর শেষ রাতে রিমি চেক হাতে বাড়ি ফিরল। চেকটা সে ভাঙায়নি। কারণ সে জানে মদারুর জ্ঞান ফেরার পর সে ব্যাংকে বলে দেবে যেন টাকা না তোলা যায়। তবে সে চেকটা খুব যত্ন করে রেখে দিলো। হোক না একটা ফলস ভালোবাসা, কিন্তু কেউ তাকে ভালোবাসার কথা বলে চেক লিখে দিতে পারে তা তার কল্পনায়ও ছিল না।

আচ্ছা, যদি রিমির রাব্বীর সাথে বিয়ে হতো তাহলে কি সে এভাবে ভালোবাসত? যদি বাসত তাহলে হয়তো জীবনটা অন্যরকম হতো। রাব্বী এখন লন্ডন থাকে। চাঁদপুরের এক লন্ডনী কন্যা বিয়ে করে বউয়ের হাত ধরে বিদেশ গেছে। সে চলে যাওয়ার আগে কত কত স্বপ্নই না দেখেছিল রিমি। তখন বয়স ছিল অল্প। রাব্বী যা বলত তাই স্বপ্নের মতো লাগত।

প্রায়ই রাব্বী তার মেছে যেতে বলত। তারপর বউ বউ বলে আদর করত। রিমি জানে এটা ছিল তার ভুল। কিন্তু এ ভুলের জন্য আজো সে রাব্বীকে দোষ দেয় না। রাব্বী তার ভালোবাসার মানুষ। কিছু মানুষের ভালোবাসা নিঃস্বার্থ হয়। রিমির ভালোবাসাও তাই। সে কখনো প্রতিদান আশা করেনি। তবে রাব্বীকে হারানোর বেদনা তার আছে।

রাব্বী জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া মানেই জীবনের সব স্বপ্ন শেষ হয়ে যাওয়া। এখন শুধুই বেঁচে থাকা ছাড়া আর যেন কোনো স্বপ্ন নেই। তবে তার খুব লন্ডন যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে রাব্বীকে দেখতে। কেমন আছে সে জানতে ইচ্ছে করে। যদিও এটা একটা অহেতুক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই না।

একবার রিমির সাথে রাব্বীর দেখা হয়েছিল। সে ঘৃণাভরা মুখে বলল, একবারে নষ্ট হয়ে গেছ শুনলাম।

রিমি মাথা নিচু করে ছিল। তার বুক ভেঙে কান্না চলে এলো। বলতে ইচ্ছে হলো আমি আজ যা হয়েছি তা গতকাল তুমি বানিয়ে দিয়েছ। আসলে রাব্বী হয়তো কোনো দিনই তাকে ভালোবাসেনি। শুধুই ভোগের পণ্য মনে করেছিল তাকে।

রিমি এখন শুধুই ভোগের পণ্য। রোজই কোথাও না কোথাও তার ডাক থাকে। যেতে হয় সেজেগুজে। কত কত মানুষ তাকে নেড়েচেড়ে দেখে। কত সুখ পায় তারা। কিন্তু কাজটা যতক্ষণ চলে ততক্ষণ রিমির মনের মাঝে শুধুই রাব্বী থেকে যায়। মনের অজান্তে তার মুখটা ভেসে ওঠে।

একবার এক অদ্ভুত কাস্টমারের পাল্লায় পড়ল সে। ব্যাটার মনে হয় কোনো সমস্যা আছে। সে একটা সাদা টুল এনে বলল, এটার ওপর বসো। রিমি বসল।

কাস্টমার বলল, সব কিছু খুলে বসো।

কেন?

আমি একটা গল্প লিখব।

মানে?

তোমাকে এক রাতের জন্য ভাড়া করেছি। তুমি দেখতেও খুব সুন্দর। তোমার শরীরের বর্ণনা আমার চাই।

আপনার বউ নেই?

আছে?

তাকে ন্যাংটা করে গল্প লেখেন।

মিষ্টিকুমড়ার মতো শরীর দেখে কী করব? ওই শরীর দেখলে তো গল্পই ভুলে যাবো।

বুঝলাম না।

আমার স্ত্রী দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান।

রিমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে কি ব্যাটা। তুই ও তো বেকারি মার্কা পুরুষ। কুঁজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস। তোর ওটা খাড়া হয় কি না এটাই তো সন্দেহের ব্যাপার। রিমি বিরক্ত মুখে বলল–

কিন্তু আমি তো এই কাজ করি না।

কেন? এই কাজ করতে সমস্যা কী? বিছানায় গড়াগড়ি করতে পারো, আর কাপড় খুলতে পারো না। ফাজলামি করো? কাপড় খোলো বলছি।

ধমক দেবেন না। আমার টাকা দেন চলে যাই। আমি ধমকে ভয় পাই না। মনে রাখবেন আপনার মান-সম্মান আছে। আমার কিছুই নাই। আজ থেকে বহু বছর আগেই ওটা ভালোবাসার বাজারে বেঁচে এসেছি।

তুমি কথা শুনবে না।

খিলখিল করে হেঁসে উঠল রিমি। বলল, চাইলে নিজেই কাপড় খুলে আসেন। আমাম দিয়ে যাই।

তার মানে তুমি আমার কাজটা করবে না?

না।

আচ্ছা ঠিক আছে, পেমেন্ট বাড়িয়ে দেবো।

টাকার গরম দেখান?

কুঁজা ব্যাটা কী যেন ভাবল। তারপর গলার স্বর প্রায় খালে নামিয়ে বলল– মানি, আমার কাজটা সত্যিই দরকার। প্লিজ।

আমারও যা আছে আপনার স্ত্রীরও তাই আছে। সমস্যা কোথায়?

বললাম না ওরটা সুন্দর না।

আমারটা সুন্দর জানলেন কী করে? আমারটা তো এখনো দেখেনই নাই। নাকি কাপড়ের ওপর দিয়ে স্ক্যান করে দেখে ফেলেছেন।

তোমার চেহারা সুন্দর।

অনেকেরই চেহারা সুন্দর। কিন্তু বুক ঝুলে থাকে। তা ছাড়া মানুষ সুন্দর হয় তার চরিত্রে, শরীরে না। সে অর্থে আমি পাপী। মহাপাপী।

আমি তোমার সাথে তর্কে যাবো না। কিন্তু কাজটা করে দিলে খুশি হই।

ঠিক আছে এক কাজ করেন, আপনি আমার জন্য দুপুরে পোলাও আর গরুর মাংসের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। বহুদিন কারো সাথে চেয়ার টেবিলে বসে ঘরোয়া পরিবেশে খাওয়া হয় না।

ওকে। আর কিছু?

না। তবে চিকন চালের ভাত হলে পোলাও বাদ দেন।

ঠিক আছে।

কাজটা করতে আমাকে কতক্ষণ কাপড় খুলে বসে থাকতে হবে?

ঘণ্টাখানেক।

এতক্ষণ পারব না। আমার ঠাণ্ডার সমস্যা আছে।

কেন অনেক সময় তো বেডে এর চেয়ে বেশি সময় লাগে তখন কী করো?

তখন তো দু'জনই গরম থাকি।

তা ঠিক।

এক কাজ করেন, গরম পানির ব্যবস্থা করেন।

মানে?

আচ্ছা ঠিক আছে। আমাকে কিচেন দেখিয়ে দিন। নিজেই পানি গরম করে নিই।

সামনের রুমের পরই কিচেন। ওই দিকটায়।

তাহলে আমি একটু গরম পানি দিয়ে গোসল করে নিই।

সেই কাস্টমার কাম-লেখকের সাথে তিন মাস পর দেখা। তিনি সেরা লেখকের পুরস্কার পেয়েছেন। প্রেস ক্লাবের সামনে তার সাথে রিমির দেখা হওয়ার পর তিনি তাকে চিনতেই পারেননি।

ঘটনাটা যদিও কাকতালীয়, রিমি মিরপুর এক কাস্টমারের বাসায় যাবে ভেবে প্রেস ক্লাবের সামনে বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। এমন সময় লেখক সাহেব রিকশা থেকে নামলেন। রিমি এগিয়ে গিয়ে বলল, স্যার কেমন আছেন?

লেখক সাহেব বললেন, তুমি যেন কে?

তিনি ইচ্ছে করে কাজটা করেছেন। তিনি তাকে না চিনতে পারলে বলতেন, ভালো, তোমার খবর কী? কারণ একটা সুন্দরী মেয়ের সাথে কেউ কখনো খারাপ বিহেভ করে না। তা ছাড়া ভাবত রিমি তার ভক্ত পাঠিকা। বরং আহ্লাদে গদগদ হয়ে যেত।

তিনি রিমিকে চিনতে পেরেছেন। তাই তাকে না চেনার ভান করলেন। অবশ্য রিমি এ নিয়ে মন খারাপ করেনি। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। তিনি সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষ। তার তো একটা আত্মসম্মান আছে। কিন্তু রিমির জন্য তো কিছুই অপেক্ষা করে নেই। যদিও রিমির অতি গোপন কিছু দেখেই লেখক সাহেব অনেক গভীরের গল্প লিখেছেন। সেই গভীরে তিনি হয়তো ভালোবাসাও খুঁজে পেয়েছেন। যা তিনি আগে কখনো পাননি।

একজন গুণী, সম্মানিত মানুষের পেছনে অনেক গোপন গল্প থাকে। সে গল্প লেখক সাহেবরা কখনো লেখেন না। কখনো লিখতে চান না। অনেক কিছু উপেক্ষা করার প্রতিযোগিতায় আমরা নেমেছি। সব উপেক্ষা করেই জীবনের প্রাপ্তি। এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই।

এই যে লেখক সাহেব 'খুন' নামক উপন্যাস লিখে পুরস্কার পেলেন। তিনি কি তার বইয়ের ভূমিকায় রিমি নামের মেয়ের অবদানের কথা লিখবেন? সেই সাহস তার আছে?

নেই। তলে তলে সবাই জল খায়। বউয়ের সামনে গেলে ভালো মানুষের মুখোশ পরে থাকে। কিন্তু সময় কত কিছুই না শেখায়। সত্য বলার সাহস সবার থাকে না। এই লেখক সাহেবেরও নেই।

রিমি ঠোঁটে লিপস্টিক দিলো। বিদেশী কসমেটিকগুলো সত্যিই বেশ ভালো। কেন জানি তার খুব সাজতে ইচ্ছে হলো। যদিও সে জানে এই সাজের কোনো অর্থ নেই। কার জন্য সাজবে সে?

টিপটা কপালে পড়তেই মোবাইলটা বেজে উঠল। শিহাব সাহেবের ফোন। সে কী বলবে রিমি তা জানে। তারপরও সে মোবাইলটা ধরল। কাস্টমারকে অখুশি করা যাবে না।

হ্যালো স্যার।

সব ঠিক আছে?

হ্যাঁ স্যার।

রাত নয়টা ত্রিশ।

মনে আছে স্যার।

ঠিকানা মনে আছে তো?

হ্যাঁ স্যার।

আচ্ছা রাখি।

শিহাব নামের লোকটার সাথে তার দেখা হয়নি। আজ হবে। কেমন মানুষ কে জানে। তবে কথা বলে রোবটের মতো। মোবাইলে আজকাল কিছু বিজ্ঞাপন এভাবে দেয়– আপনি যদি বাংলা শুনতে চান তাহলে এক চাপুন। ইংরেজিতে দুই। অপারেটরের সাহায্য নিতে শূন্য।

লোকটার কথাও সে রকম বিজ্ঞাপন টাইপ। কাটা কাটা। আস্ত একটা রোবট।

মোবাইলটা রেখে রিমি ঘড়ির দিকে তাকাল। এখনো অনেক সময় আছে। সোলায়মান ভাইয়ের সাথে দেখা করা দরকার। তার ভাগের টাকাটা না দিলে গাদ্দারি হয়ে যাবে। তবে আজ না। কাজটা কাল করলেও চলে।

রিমি বের হলো। যেকোনো কাজে যাওয়ার আগে তার মনটা খারাপ হয়। হয়তো দূর অতীতের কোনো পবিত্রতা বেরিয়ে আসতে থাকে।

মনোজিত গুপ্ত মানুষটাকে নিয়ে শিহাব অনেক ভেবেছে। তার পাপের কোনো অন্ত নেই। আজ রাতে যে নায়িকার দেহের প্রত্যাশা তিনি করছেন তাও সেই পাপেরই অংশ। তবে তার পাপের গভীরতায় এটা অত্যন্ত সামানই বটে।

প্রো-টিভির সৌজন্যে 'স্টারডুম ট্যালেন্ট হান্ট'– অনুষ্ঠান থেকেই গুপ্তের এই নতুন পাপের শুরু। অনুষ্ঠানে দেশের এই নায়িকা এসেছিলেন। রানিং মন্ত্রী হিসেবে তিনি ছিলেন চিফ গেস্ট। বেশ মাল ঢেলেছেন অনুষ্ঠানটিতে। সেখানেই পরিচয়, কথাবার্তা। অনুষ্ঠান শেষ হলো রাত ১২টায়। গাড়িতে করে ফেরার সময় তিনি শিহাবকে বললেন, মেয়েটা বেশ সুন্দর তাই না?

কোন মেয়ে স্যার?

ওই যে চিত্রনায়িকা মনি। হালের সেনসেশন।

হ্যাঁ, স্যার। নায়িকা যেহেতু, সুন্দর তো হবেই।

ব্যবস্থা করা যায় না।

শিহাব গুপ্তের চোখের দিকে তাকায়। যখনই ব্যাটার লালসা বেড়ে যায়, তখন তার চোখ চিকচিক করে। সে কী উত্তর দেবে খুঁজে পেল না। বলল– স্যার, ম্যানেজ করা যাবে।

এরপর মাসখানেক পার হলো। এই এক মাসে গুপ্ত সময় পেলেই বিষয়টা শিহাবকে বলেছে। সেও মাথা দুলিয়ে বলেছে, ব্যবস্থা হচ্ছে স্যার। তবে ব্যবস্থার বিষয়ে সে কোনো কাজই করেনি। করার প্রয়োজনও ছিল না।

নায়িকারা তো আর ফেলনা না যে চাইলেই পাবে। তা ছাড়া নায়িকা মনি এখন সুপার টপে আছে। গুপ্তের চাপাচাপির ফলেই এই নায়িকা সম্পর্কে অনেক তথ্য নিয়েছে সে। সে প্রেম করছে এক মডেলের সাথে। তবে বদ স্বভাব আছে কি না তার খোঁজও নেয়ার চেষ্টা করেছে। তবে কাজ হয়নি। এটা তো আর রাজনৈতিক চাল না যে কূটবুদ্ধি করে বের হয়ে আনা যাবে।

মহাসমস্যা দেখো দিলো দিন পাঁচেক আগে। গুপ্ত সাহেব বেশ কঠিন করেই শিহাবকে শাসাল। ব্যাটার মনে হয় মাল মাথায় উঠে গেছে। আর থাকতে পারছে

না। বেশি দেরি করলে মাল ছির ছির করে বের হয়ে আসবে। ল্যাপ্টালেপ্টি অবস্থা হয়ে যাবে।

শিহাব অনেক ভেবেছে, কী করা যায়? অবশেষে একটা সলিড বুদ্ধি আসে। রিমির সাথে যোগাযোগ করে। ইংলিশে এদের বলে কলগার্ল, খাঁটি বাংলায় মাগি। এদের সুখ দেয়ার ক্ষমতা অসীম।

রিমি মালটাও খাসা। পাকা পেঁপের মতো টসটসে শরীর। তার সাথে শর্ত একটাই। ঘর অন্ধকার থাকবে। মন্ত্রী সাহেব তাকে নায়িকা মনি হিসেবেই ব্যবহার করবে। বাড়িটার মেন সুইচ অফ করে দিলেই সব ঠিক। আন্ধারে নায়িকা আর মাগির কোনো পার্থক্য নেই।

এই কাজটা শিহাব কোনো দিনও করত না। তবে গুপ্ত সাহেবের জন্য খুব করুণা হয় তার। ব্যাটা পাপ তো আর কম করেনি। মরলে সুখ তো দূরের কথা সৃষ্টিকর্তা পাছায় এমন ছ্যাকা দেবে যে গদিতে বসার শখ মিটে যাবে। তাই জীবনের শেষ সুখ দিতে চায় সে।

শিহাব ফোন দেয় রিমিকে। বলে, ডিনার শেষ?

হ্যাঁ শেষ।

রওনা দিয়েছ?

না স্যার।

ওখানে বসে কার বাল ছিঁড়তাছ?

শিহাব নিজের ল্যাংগুয়েজে নিজেই অবাক। আসলে সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে। নইলে এমন বাজে কথা মুখ দিয়ে বের হবে কেন?

রাগ কইরেন না স্যার, আমি রওনাই দিয়েছি। রাস্তায় একটা ছোট্ট কাজ ছিল। তাই... ওকে স্যার, আমি এক্ষুনি রওনা দিচ্ছি।

কতক্ষণ লাগবে?

ত্রিশ মিনিট।

ওকে।

শিহাব নিচে নেমে আসে। গুপ্ত সাহেব ত্রিশ মিনিটের মধ্যে চলে এলে সমস্যা। সে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। তবে মাতাল হারামি এত সহজে আসতে পারবে বলে মনে হয় না।

এই গুপ্ত সাহেব প্রথমে নব্বইয়ের দশকে এমপি হওয়ার জন্য ইলেকশন করলেন। পাস করে মন্ত্রীও হলেন। মন্ত্রীদের মানুষ কত ভালোবেসেই না ভোট দেয়। কত না আশা তাদের। অথচ কাছ থেকে না দেখলে কোনো কিছুই বোঝা যায় না। গত এগারো বছর শিহাব সেনগুপ্তের শুধু পাপই দেখে এসেছে। মাঝখানে

একবার মন্ত্রিত্ব চলে গেল। সে কী হা-হুতাশ।

ক্ষমতা চিরস্থায়ী না। সে সময়ও তার ক্ষমতার দাপট কমে না। সেই মন্ত্রী-এমপি থাকাকালীন সময়ে তিনি টাকার পর্বত গড়েছেন। সাধারণ ক্যালকুলেটরে তার টাকার পরিমাণ লেখা যায় না।

সবচেয়ে বড় কথা কোনটা পাপ আর কোনটা পাপ না এটা নিয়ে গুপ্ত সাহেবরা কখনো ভাবে না। এরা জলজ্যান্ত একজনকে দুনিয়া থেকে তুলে দিতে পারে শুধুই ক্ষমতার জন্য। একবারও ভাববে না লোকটার পরিবারের কী হবে?

সব অন্যায়ে এদের একটাই বক্তব্য– বিরোধী শক্তির হাত ছিল, তদন্ত চলছে। শিহাবের মাঝে মাঝেই মনে হয় আসলে এদের বিবেকশক্তি অনেক আগেই লোপ পেয়ে গেছে। নইলে সব কিছু বিসর্জন তারা এত সহজে দিতে পারত না।

শিহাব ফোন দিলো রিমিকে। এক রিং দেয়ার পরই সে ধরল। বলল, স্যার কইলাম তো রওনা দিছি।

তাড়াতাড়ি আসো।

স্যার একখান কথা...

বলো।

কাস্টমার কেডা? বড় মালদার মনে হইতাছে?

বেশি বোঝার চেষ্টা করবা না। তা ছাড়া কাস্টমারের বংশপরিচয় দিয়ে কী করবে? তুমি তো আর এখানে বিয়ে করতে আসছো না। তোমার দরকার টাকা। কেলাকেলি করে টাকা নিয়ে যাও।

স্যার মানে একটু বিপদে আছি।

বিপদ আমি দেখব। সব মনে আছে কি না তাই বলো।

আছে স্যার।

আর হ্যাঁ, গেট খোলা থাকবে। রিকশা থেকে বাসার একটু আগেই নেমে পড়বে। যেন কেউ বুঝতে না পারে যে তুমি এই বাসাতেই আসছো।

ঠিক আছে।

ঠিক থাকলেই ভালো।

একটা অসুবিধা অবশ্য আছে স্যার।

আবার কী অসুবিধা?

বিকেল থেকে নাপাক হয়ে গেছি। মাসিক শুরু হলে আমার তলপেট বিষায়। প্যান্ট শক্ত নাপিশ হয়ে যায়।

শালী লাথি দিয়া তোর তলপেট ফাটামু। আমারে চিনস। মাগি টেকা নেয়ার সময় এইসব মনে ছিল না? এখন ভনিতা করো।

স্যার, রাইগেন না। টেকা যখন নিছি কাম সমাধা হইব। পুটকি ফাইটা গেলেও কাম শ্যাষ করুম।

ঠিক আছে, এসেই আরো কিছু টাকা নিও। কোনো যন্ত্রণা যেন না হয়। যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

স্যার আপনার মেহেরবানি। যা কইবেন তাই হইব।

তোমারে না বলছি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে। নায়িকা মনি নিশ্চয়ই এভাবে কথা বলে না।

সরি স্যার। অনেক দিনের অভ্যাস। ছাড়তে পারি না সহজে। তবে ভুল হবে না। নিশ্চিন্ত থাকেন।

পান খাওনি তো? তোমাদের যা অভ্যাস, পান খেয়ে পুচ করে পিক ফেলবে। আর জর্দার গন্ধে মাথা ধরাবে।

কী যে বলেন স্যার। পান তো দূরের কথা, আমি পানের দোকানের সামনে দিয়েও হাঁটি না।

কাস্টমারের স্বভাব তো জানোই। প্রথমেই ঠোঁট কামড়ে ধরবে। পানের গন্ধ যেন না আসে।

স্যার, আপনি চিন্তা কইরেন না। আমি পানই খাই না।

ঠিক আছে আসো তাড়াতাড়ি।

মোবাইলটা কেটে দিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করল শিহাব। তার নুনু দাঁড়িয়ে আছে। হকিস্টিকের মতো খানিকটা বাঁকা হয়ে আছে। প্যান্টের চেন ছিঁড়ে বের হয়ে আসবে না তো? অবশ্য এই বাড়িতে কেউ নেই। নুনু বের করে বারান্দায় বাতাস খেলেও দেখার কেউ নেই।

কলেজজীবনে নুনু খাড়া করে মেয়েদের দেহ নিয়ে ভাবতে ভালো লাগত। সে সময় শরীরের মধ্যে এক অদ্ভুত শিহরণ জাগত। বিয়ে করলে বউকে কিভাবে আদর করবে? সেই দৃশ্য চোখ বন্ধ করে কল্পনা করতে ভালো লাগে। সেই আনন্দ বাস্তবের মিলনের চেয়েও উত্তেজনার।

শিহাবের আজ এমন উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারছে না। এখন সে আর ছোট নেই। অথচ এখন নুনু টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো মানে হয়। নাকি অন্য কোনো অদ্ভুত উত্তেজনা তার শরীরের গভীরে শিহরণ তুলছে।

নাহ! এসব ফালতু বিষয় ভাবার সময় তার নেই। বরং একটা সিগারেট ধরানো যাক। একাকী সময়ে অন্ধকারে সিগারেটের চেয়ে বড় বন্ধু আর নেই। তা ছাড়া মনটা হালকা করার জন্য সিগারেটের ধোঁয়া এখন বেশ কাজ দেবে। সামনে অনেক জটিল পথ। অনেক বুদ্ধি করে খুনটা করতে হবে। আবার খুন করলেই কাজ শেষ

না। কাজ বাড়বে খুন করার পর।

তিনবার চেষ্টা করার পর শিহাব সিগারেট ধরাল। দোতলা থেকে সোজা রাস্তাটা দেখা যায়। দূরে কে যেন হেঁটে আসছে। সম্ভবত এই মেয়েটাই রিমি। আর দুই মিনিট পর সে এলে ভালো হতো। সিগারেট টানার সময় কোনো কাজ করতে ভালো লাগে না।

সিগারেট জিনিসটা খাসা। যারা এটা টানে তারা সবাই জানে ক্ষতি ছাড়া ভালো কোনো দিক নেই। তার পরও অধিকাংশই সিগারেট ছাড়তে পারে না। আসলে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহের কমতি নেই।

রাত বেশি হয়নি। তার পরও নিশুতি রাত মনে হচ্ছে। অবশ্য কার্জন হলের পাশের এই রাস্তাটা একটু ফাঁকা। দুই ধারে দোকান না থাকলে রাস্তা বেশ ফাঁকাই থাকে।

রাস্তার সাইডে এক এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসু করছে। কোট-টাই পরা ভদ্রলোক। অথচ হিসু করছে কুকুরের মতো। যারা হিসু করা শেখেনি তাদের ভদ্রলোক কি বলা যায়? রিমি ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

নিজের মনেই একটু হেসে উঠল সে। সে এসব হাইথটের বিষয়গুলো কেন ভাবছে। তার ভাবনার তো দুই পয়সা দাম নেই। অবশ্য স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে এ দেশের মাথামোটা বুদ্ধিজীবীরও তো কিছুই দিতে পারেনি। কোনো পরিবর্তন নেই আমাদের। রাজনীতিক কিলাকিলি আমরা করেই চলেছি। তাহলে যারা নীতিনির্ধারক তারা তো আমার চেয়ে বেশি বড় মানুষ হতে পারে না।

যে সমস্যাটা তার মতো সমাজের কীটের চোখে পড়ে তা কেন তাদের মতো মহাজ্ঞানীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। যদিও কীট শ্রেণির মানুষের কোনো কিছুই করার থাকে না। কেবলই তারা দেখে যায়। কিন্তু এই প্যান্ট পরা ভদ্রলোকেরা কেন এত নীচুতে নামে? কেন তারা একটু অন্ধকার পেলেই নুনুর ব্যবহার শুরু করে দেয়। কে জানে হয়তো এটাই তাদের স্বভাব। এটাই তাদের আসল চরিত্র।

রিমি বিষয়টা ঝেড়ে কেশে ফেলে দিলো। এ দেশের রাজনীতি নিয়ে যারা ভাববে তারা মিনিমাম পাঁচ বছর আগে মরে যাবে। মস্তিষ্কে আর পেইন দেয়ার কোনো মানে হয় না।

ব্যাগ থেকে টিস্যু বের করল রিমি। দামি কসমেটিকস মেখেছে। দামি টিস্যু দিয়ে মুখ না মুছলে কি আর হয়?

আজ রাতটা রিমির কাছে অপরিচিত মনে হচ্ছে। এমন একটা রাত, কষ্টের রাত এসেছিল চার বছর আগে। রাব্বী যেদিন তাকে ছেড়ে চলে গেল সেদিন। সারা রাত ঘুমাতে পারেনি সে। চলে যাওয়ার আগে রাব্বী তাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে যায়। বলে, কী আছে তোমার? না বাড়িঘর, না পারিবারিক বন্ধন। তুমি তো জেনুইন রাস্তার মেয়ে। যা গুদ বেচে খা...

রিমি আজ তাই করে। ভালোবাসা বড্ড অদ্ভুত। কখন যেন একটা বৃত্তের মধ্যে বন্দী করে ফেলে।

রিমি সে রাতে একা একা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সতিই তো রাব্বী ঠিক বলেছে। তার তো আসলেই কেউ নেই। কোনো কালে কেউ ছিলও না। তার চাওয়ার ইচ্ছেটাই যে ঠিক না।

সে রাতে সে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটছিল। কোনো বিপদ হয়নি। সেদিনও রাতটা ছিল ঠাণ্ডা শীতের, আজো তাই। এমন রাত এলেই তার খুব ভয় হয়। আবার কোন বিপদ আসছে কে জানে।

নাকি সে যাবে না। না গেলে কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু সে না গেলে সোলায়মান ভাইয়ের অনেক লস হয়ে যাবে। সে কাস্টমার ধরে দিয়ে বিশ পারসেন্ট টাকা পায়। রিমি অবশ্য তাকে মাঝে মাঝে অর্ধেক টাকা দিয়ে দেয়। বলে, আমার তো কেউ নেই। সমস্যা নেই। রাখেন।

সোলায়মান ভাই লজ্জায় লাল হয়ে যায়। ছোটখাটো মানুষটা কিছুটা দ্বিধায় ভোগে। কিন্তু তার যে আর কিছুই করার নেই। এ পৃথিবী তাকে এটাই শিখিয়েছে।

সোলায়মান ভাইয়ের সংসারটা বেশ বড়। চার ছেলে, দুই মেয়ে। বছর বছর তার বউ গাভীন গরুর মতো বাচ্চা দেয়। তার বউকে রিমি দেখতে গিয়েছিল। হ্যাংলা-পাতলা শরীর। ফুঁ দিলে পড়ে যাবে। এই মেয়ে কেমনে এতগুলো জন্ম দিলো, ভাবতেই অবাক লাগে।

রিমি সোলায়মান ভাইকে বলেছিল, ভাই বউডারে কি মাইরা ফালাইবেন? সহ্য না হইলে আমার কাছে আইসেন। তাও তারে কষ্ট দিয়েন না।

তিনি আবার লাল হয়ে যান। কুনকুন করে বলেন– কী যে কও, তুমি হইলা আমার ছোট বইনের মতো। তা ছাড়া আমি তো পাপী। মরলে ডাইরেক্ট হাবিয়া দোজখে যামু।

কেন যাইবেন? কী দোষ আপনার?

আছে রে বইন, আছে।

দোষগুণ রিমি বোঝে না। তবে লোকটার প্রতি তার খুব মায়া হয়। তা ছাড়া দুঃসময়ে এই সোলায়মান ভাই-ই তাকে সাহায্য করেছে। তা না হলে এই আরাম আয়ার শরীর কাক-শকুনে কামড়াইয়া খাইত।

গেটের কাছে এসে সিগারেট ছুড়ে ফেলল শিহাব। রিমি গেট আস্তে খুলে ভেতরে এলো। শিহাবকে দেখে চমকে উঠল না সে। খুব স্বাভাবিকভাবে বলল– স্যার, এক কাপ চা হবে?

শিহাব কিছু বলল না। হাঁটতে হাঁটতে ভেতরে এলো। মোবাইল জ্বালিয়ে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে রিমির দিকে এগিয়ে দিলো। বলল, ওপরের ওই রুমে যাও। রুমের সব লাইন কাট করে দিয়েছি। লাইট জ্বলবে না। বুঝলে?

খিলখিল করে হেসে উঠল সে। বলল, স্যার ওই রুমের জন্য আন্ধার দরকার। এখানেও আন্ধার কইরা রাখছেন ক্যান?

শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে বলেছি। ভুল হলে 'সরি' বলবে।

স্যার, এই পর্যন্ত আমার কোনো কাস্টমার বিরক্ত হয় নাই। আমি ষোলআনাতে আঠারো আনা দিই। পুটকি দিয়া না হলে মুখ দিয়া পোষায়ে দিই।

ভালো। পারলে বিশআনা দিও।

স্যার দেখি একবারে বেরসিক।

তোমার সাথে রসিক হওয়ার তো কোনো দরকার দেখি না।

সরি স্যার, আপনি আসার পরই এক্সট্রা কিছু ধরায়ে দিলেন। এটা তো চুক্তির মধ্যে ছিল না। তাই ভাবলাম আপনারেও হয়তো খুশি করতে হবে।

চমকে উঠে রিমির দিকে তাকাল শিহাব। মোবাইলের অস্পষ্ট আলোতেই তার শরীরের ভাঁজ চকচক করছে। চোখের পলকে রিমির শরীরটা চোখে চোখে চুষে নেয় সে। মেয়েটা সত্যিই সুন্দর। এর আগে এতটা গভীরভাবে দেখা হয়নি। ফজিবর এই মাগির খোঁজ দেয়ার সময় বলেছিল, জোস মাল স্যার। খালি রস আর রস। মালে মধু, চালে কদু।

কথাটা এতই অশ্লীল শোনাচ্ছিল যে ধমকে উঠেছিল সে। এখন মনে হচ্ছে রিমি সাক্ষাৎ পরী। এত সুন্দর দেখতে সে। এক অর্থে নায়িকা মনির চেয়ে এই মেয়েটা ঢের বেশি সুন্দরী। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, এত সুন্দর মেয়েটা কিনা কলগার্ল। আর তরমুজের মতো ঢেমসি মনি কিনা হার্টথ্রব নায়িকা। অবশ্য

আমাদের দেশের নায়িকা হওয়ার প্রধান শর্তই মনে হয় এটা। নায়িকা হতে হলে ভালো মানের পেটফোলা মিষ্টিকুমড়া হতে হবে। নাচের সময় পেটের চর্বিও দুলবে। চামড়ার ওপর ঘাম চিটচিট করবে।

কে জানে এই মেয়েটার অন্ধকার জীবনে আসার গল্পটা কী? কোনো কারণ ছাড়া এই লাইনে কোনো মেয়ে সাধারণত আসে না। অধিকাংশেরই গল্পটা হিংস্র। সাঙ্ঘাতিক কষ্টের।

শিহাব একদৃষ্টিতে রিমির বুকের দিকে তাকিয়ে আছে। রিমি মিটিমিটি হাসছে। ও ইচ্ছে করে শাড়ির আঁচল সরিয়ে নিল। ঠিক তখনই চমকে উঠল শিহাব। বুকটা সুন্দর ঢেউয়ের মতো হালকা কাঁপছে। লাউয়ের মতো তার বুক ঝুলে নেই।

লাউয়ের মতো ঝুলে থাকা বুক বিশ্রী। শক্ত ব্রা দিয়েও ফিট রাখা যায় না। আবার একেবারে বরইয়ের বিচির মতো পড়েও নেই। একবারে মাপমতো উঁচু হয়ে আছে।

শিহাবের শরীর শিরশির করছে। হিংস্র বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। মাত্র তো দশ মিনিটের ব্যাপার।

শিহাবের উচিত রিমিকে একটা শক্ত ধমক দেয়া। কিন্তু সে তা পারছে না। মেয়ে মানুষ সত্যিই এক অদ্ভুত চিজ। সবগুলোরই দুইটা দুধ আর ফুটা আছে। তার পরও একেকটার স্বাদ একেক রকম। একেকটার আকর্ষণ একেক রকম। কোনোটার দুধ ধরতে ভালো লাগে তো কোনোটা শুধু দেখতেই ভালো লাগে।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার মানতেই হবে। সব মেয়েকে চুমু দিতে ভালো লাগে না। শিহাব যদি কুলছুমকে ভালো না বাসত তাহলে সে কোনো দিনই এসব বিষয় বুঝতে পারত না।

সেই কুলছুম হারিয়ে গেছে কবে। ইতালিতে তার বিয়ে হয়েছে। শুনেছে সে এখন বিশাল বিত্তবৈভবের মধ্যে ডুবে আছে। শিহাব নামের কাউকে হয়তো তার মনেই নেই।

কুলছুমকে সুযোগ পেলেই শিহাব জড়িয়ে ধরে চুমু দিত। ঠোঁট কামড়িয়ে লাল করে ফেলত সে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু চুমু খেয়েই পার করত। তার পরও মনে হতো সময়টা কতই না দ্রুত চলে গেল।

আসলে যৌন উত্তেজনার মাঝে বিশাল এক ব্যাপার ভালোবাসা। ভালোবাসা না থাকলে পুরো ব্যাপারটার কোনো অর্থই নেই। শুধুই বাচ্চা উৎপাদনের জন্য কুয়ায় পুরু ঢুকিয়ে কপচাকপচি। ভালোবাসা চুমুতে যে সুখ দেয়, ভালোবাসাহীন যৌন মিলনও সে সুখ দিতে পারে না।

রিমি মিটমিট করে হেসেই চলেছে। মুহূর্তে তার কণ্ঠ চেঞ্জ হয়ে গেল। অদ্ভুত

এক আকর্ষণী কণ্ঠে সে বলল– স্যার, কাছে আসব?

বলতে বলতে সে ব্লাউজ খুলে ফেলল। সে ব্রা-জাতীয় কিছুই পরেনি। এই ক্ষীণ আলোতেও শিহাব দেখল তার বুকটা কাঁপছে। সাথে কাঁপছে ঠোঁট। অদ্ভুত সুন্দর বুকটা তাকে প্রবলভাবে কাছে টানছে। হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য শিহাবের মনে হলো এটা রিমি নয়, এটা কুলছুম। তার মাঝে মাঝেই এমন সব উদ্ভট চিন্তা হয়।

চমকে উঠল সে। কারণ বাইরে গাড়ি এসে থামল। গুপ্ত সাহেব এসে পড়েছে। শিহাব তড়িঘড়ি বলে উঠল– এই, এই কী করছো? যাও ওপরে যাও। হারিআপ, হারিআপ। যাও, গো... আর হ্যাঁ, ঘর অন্ধকার থাকবে।

রিমি তাকিয়ে আছে তখনো। ধাক্কা দিলো শিহাব। বলল, এই যাও।

মোবাইলের লাইট জ্বালাল শিহাব। রিমি আস্তে আস্তে যাচ্ছে। এক মুহূর্তে সে তার শরীর ঢেকে ফেলেছে। হঠাৎ কেন জানি মনে হলো মেয়েটা কাঁদছে। অবশ্য তার মনের ভুলও হতে পারে।

রিমিদের কান্নার কোনো মূল্য নেই। সত্যিই তাদের আমরা মানুষই ভাবি না। তাদের কোনো শোক-দুঃখ-ভালোবাসার অনুভূতি থাকতে নেই। থাকলেও তা প্রকাশ করার অনুমতি নেই। তারা শুধুই ভোগের পণ্য। সে কাঁদলেই কি, না কাঁদলেই কি?

বাইরে বের হয়ে এলো শিহাব। গাড়ি থেকে নামলেন গুপ্ত সাহেব। নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে এসেছে। এই বদ্ধ মাতাল কী করে গাড়ি ড্রাইভ করে এলো কে জানে। তার মুখ খুশি খুশি। নেমেই বললেন, ড্রাইভার হারামজাদাকে বাড়ি পাঠায়ে দিছি। ব্যাটা বলে আমি নাকি ড্রাইভ করতে পারব না। রাস্তায় মানুষ মেরে ফেলব। হা হা হা। আরে আমি পারলেই কি আর না পারলেই কি? আমি হলাম মন্ত্রী। আমি আইন বানাই। আইন আমারে কী করবে? দু-একটা মানুষের মরণ না হলে, লাশের ওপর না হাঁটলে মন্ত্রী হওয়া যায় না। ব্যাটা বেকুব।

স্যার, ভালোই করেছেন। এসব কাজে বেকুব শ্রেণির মানুষ ড্যাঞ্জারাস।

মন্ত্রী আড়চোখে তাকাল। কথাটা তার মনে হয় পছন্দ হয়নি। মাতালের মাথায় সাত প্যাঁচ। কখন কোনটা গিট্টু লেগে যায় বলা যায় না। তবে এখন তাকে এই চোরা মন্ত্রী কিছু বলবে না এটা সে জানে। মাল মাথায় উঠে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। শিহাব বলে উঠল, স্যার আমি কি থাকব না চলে যাবো?

সব ঠিক আছে।

হ্যাঁ স্যার। সব ঠিক আছে।

তুমি বরং থাকো। গাড়িটা সাইড করে রাখো।

শিহাব মাথা দুলিয়ে গাড়ির দিকে তাকাল। ভাবটা এমন যে কোনো সমস্যা

নেই। লাথি দিয়ে গাড়ি সাইড করে ফেলবে।

মন্ত্রী সাহেব হেলেদুলে হাঁটছেন। মাল একটু বেশিই খেয়ে এসেছেন। বিশিষ্ট নায়িকার দেহ পাবার নেশায় মাতাল হয়ে গেছেন। শিহাব মন্ত্রী সাহেবকে ধরলেন। মন্ত্রী সাহেব কোনো রকমে বাইরের রুমে এসে সোফায় বসলেন। তার শরীর কাঁপছে। বেশ ভালোই কাঁপছে।

স্যারের কি শরীর খারাপ?

না, শরীর ভালোই আছে। মালটা একটু বেশি টেনে ফেলেছি। শরীরে সেট হতে সময় লাগেবে।

স্যার, আপনি রেস্ট নেন। রাত তো বেশি হয়নি।

নায়িকা আসছে?

আসছে।

মদের নেশা কাটিয়ে লাফিয়ে উঠলেন বুড়ো মন্ত্রী। অথচ একটু আগেই একবার বলা হয়েছে নায়িকা ওপরের রুমে আছে। মদের নেশায় সব ভুল মেরে বসে আছে। ওটা দাঁড়িয়ে উঠেছে মনে হয়।

স্যার, ওপরের রুমে আছে।

ওখানে সব লাইট অফ কেন?

একটা অদ্ভুত হাসি দিলো শিহাব। মন্ত্রীর চামচা হতে হলে এই হাসি আয়ত্ত করা জরুরি। সেই হাসিতে একটা নির্ভরতা আছে। সেই দীর্ঘ দিনের নির্ভরতার ওপর ভর করে গলা নামিয়ে সে বলল– স্যার, মনি আপা লজ্জা পান।

হো হো করে হেসে উঠলেন মন্ত্রী সাহেব। মাতালের প্রাণখোলা হাসি। দুর্লভ কিছু পাবার হাসি। হাসতে হাসতেই ধরানো গলায় বললেন– অন্ধকার, কুটকুটে অন্ধকার, হো হো হো।

শিহাব জোর করে মন্ত্রী সাহেবের সাথে হাসল। এটা প্রায়ই তাকে করতে হয়। মন্ত্রীর হাসিটা সে নিখুঁতভাবে দিলো। বলল, কী করব স্যার। মনি ম্যাডাম বলে কার নাকি লজ্জা লাগে। তাই লাইট অফ করে দিলাম। তা ছাড়া লাইট অফ থাকলেই তো বেশি মজা পাবেন। আমি তো একবার ভাবছিলাম মেইন সুইচ অফ করে দিই।

যাও। মেইন সুইচ অফ করে দাও। অন্ধকার... অন্ধকার... আর অন্ধকার। ঘুটঘুটে অন্ধকার, কালো অন্ধকার।

মন্ত্রী সাহেব দোতলা পর্যন্ত উঠতে পারবেন তো? আর পারলেও শেষ আরামটা ভোগ করতে পারবে কি? নাকি খোকনের মতো হবে?

নিজের অজান্তেই হেসে উঠল শিহাব। এই ভয়ঙ্কর অসময়ে হঠাৎ তার সেই

স্কুলজীবনের খোকনের কথা মনে পড়ে গেল। কলেজে পড়ার সময় খোকন ফাঁকা বাড়ি পেয়ে মাগি ভাড়া করে আনল। মাগি কাপড় খুলে সামনে দাঁড়াতেই ওর মাল আউট। মাগি খোকনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বলল– যা পাজি ছেড়া। বয়স হইলে আসিস।

মন্ত্রী সাহেবের অবস্থাও মনে হয় তাই হবে। দোতলায় যেতে যেতে নায়িকা মনির চিন্তায় মাল পড়ে যাবে। ঘরের মধ্যে ঢুকে মাল আর বের হবে না। নুনুর মাথা দিয়ে বের হবে বাতাস।

মন্ত্রী সাহেব গুনগুন করে গান গাইছেন। তাও হিন্দি ছবির গান– মেরা জীবন কোরা কাগজ, কোরা হি রেহগ্যায়া...

মোটামুটি দুলতে দুলতে ব্যাটা রিমির ঘরে ঢুকল। শিহাব সোফার বসল। তার নুনু আবার শক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখন এসব বিষয়ে তার পাত্তা দিলে চলবে না। তার এখন অনেক কাজ। তা ছাড়া তার মাথাটা এখন পুরোপুরি ঠাণ্ডা রাখতে হবে। কোনো কাজে একচুল ভুল হলেও চলবে না।

আজ রাতে সে যা করবে তার প্লান সে চার পাঁচ মাস হলো করছে। মানুষ গুম করার বত্রিশ উপায় সে জানে। মন্ত্রী সাহেবের হুকুমে কত কাজই তো তার করতে হয়েছে। সে অর্থে সেও কম পাপী না।

সবচেয়ে বড় কথা মন্ত্রী সাহেবের সবচেয়ে বড় পাপের সে সহযোগী। কারণ সে সব জানত। বাধা দিতে পারত। কিন্তু এক অর্থে সে ছাড়া মন্ত্রী সাহেব পাপটা করতেই পারতেন না। মন্ত্রী সাহেব মহাপাপী হলে সেও পাপী কম না। তবে আজকের খুনটা তার করতেই হবে।

শিহাব আস্তে আস্তে দোতলায় উঠে এলো। মাতাল মন্ত্রী ঘরের দরজাও বন্ধ করেনি। যদিও অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আরো একটু এগিয়ে গেল সে। মন্ত্রী আদুরে গলায় বলছে– ওহ, আমার জান গো। ও আমার জান সোনা গো। উহ! উহ!

হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল তার। নিজের মুখ নিজেই চেপে ধরল। ডিসটার্ব দেয়া ঠিক হবে না। জীবনের শেষ সুখটা মনের তৃপ্তিতে নিয়ে নিক। এটাই শেষ তৃপ্তি। যদিও ফলস। তবে এটা দোষের কিছু না। কারণ মন্ত্রী সাহেব জনগণকে ফলস ছাড়া কিছুই দিতে পারেননি।

মন্ত্রীর দম খুব বেশি না। দুই মিনিটের মাথায় মনে হয় তার মাল আউট হয়ে গেছে। সে গড়গড় শব্দ করছে। মহাতৃপ্তির শব্দ।

রিমি বাইরে বের হয়ে এলো মিনিট পাঁচেক পর। তার মাঝে এক অদ্ভুত

পরিবর্তন লক্ষ করল শিহাব। কেমন জানি অপূর্ণ চাহিদা তার শরীর আর মনে। এসেই বলল, সিগারেট দেন।

আস্তে, শব্দ করতে মানা করছি না।

বুড়া হারামজাদা করতে করতেই নেতায়ে পড়ছে। মাল বেশি টানছে। ভোঁদা টানব ক্যামনে? দেন সিগারেট দেন।

ঘুমায়ে পড়ছে?

তাইলে আর কই কি? আমার পুটকির সুড়সুড়ি তুলে দিয়ে ভোটা টান কইরা নাক ডাকতাছে।

রিমির এই কথায় মনে শান্তি পেল শিহাব। সে তাড়াতাড়ি সিগারেট বের করে দিলো। নিজেও একটা ধরাল। সবচেয়ে বড় কথা তার চিন্তা-চেতনা এতই দ্রুত দৌড়াচ্ছে যে নিজেই লাইটার দিয়ে রিমিকে সিগারেট ধরিয়ে দিলো। লাইটারের অগোছালো আলোতে রিমিকে দেখা গেল। রিমির কাপড়চোপড় খোলা।

রিমি বলল, নটীর পোলারে ছোডবেলায় কুত্তায় কামড়াইছিল। হোগা মারতে পারে না, কিন্তু কামড়ায়ে আমার বুনি ঝুলায়ে দিছে। বিষাইতাছে।

হু।

হু হু চোদাইবেন না। বাল ফ্যালাইন্নে কাস্টমার।

বাজে কথা বলবা না। টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি।

টেকার গুষ্ঠি চুদি। আরাম তো পাই নাই, কামড়ায়ে বিষ বানায়ে দিছে বান্দির পাচ্চা, খানকি মাগির পুত।

এবার ধমকে উঠল শিহাব। বলল, অ্যাই চুপ। স্টপ ইট।

ইংরেজি না মারায়ে আমার শরীর মারায়ে দেন। সুড়সুড়ি থামায়ে দেন।

স্টপ ইট।

কান, আপনি কি হিজড়া? নাকি নেতাইন্নে হোল নিয়া ঘোরেন। খাড়ায় না।

আমার কাজ আছে।

কী কাজ শুনি? বুইড়া ধামড়ার শরীর ধুইবেন? আপনার অবস্থা তো দেহি আমার চাইতেও খারাপ। তেল মাইরা আর কত দিন চামচামি করবেন? আফনার মইতোন পুরুষ মানুষ তো দেহি মরছে। মইরা গাঙে ডুব দিছে।

শিহাব স্পষ্ট বুঝতে পারছে মেয়েটা তাকে হেয় করে উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু এখন তার এসব বিষয়ে ভাবলে চলবে না। রিমির মাং চোদার টাইম নেই। তার এখন অনেক কাজ। সে পকেট থেকে টাকা বের করল। বলল, যা দেয়ার কথা ছিল তার চেয়ে বেশি আছে। এখন ভাগ।

যান, সকালে যাই। শরীরের সুড়সুড়ি কমায়ে দেন।

তুমি যাবা না অন্য ব্যবস্থা নিমু।

হি হি করে হেসে উঠল রিমি। বলল, স্যার আফনে কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারবেন না। আমি শরীর বেইচ্চা খাই। যা পারবেন তা হইলো মাগনা আরাম লইতে পারবেন। থানায় নেয়ার পর মাঝে মাঝে বেজাইত্যারা হাতের আরাম নেয়। হোটেলের ম্যানেজার চান্স পাইলেই হোগা ঠাণ্ডা করে। এই যা।

আমার কোনো কিছুই ঠাণ্ডা করার দরকার নেই। তুমি এখন বিদায় হলে আমি খুশি হই।

স্যার, আপনের মনে হয় আমারে ঘেন্না লাগতাছে। তাই না?

তুমি বড় বেশি যন্ত্রণা করো।

স্যার আফনে চাইলে আমি গুছল দিয়া আসি। আফনের জন্য স্পেশাল গুছল।

আমার কিছুই দরকার নেই।

আমার আছে।

তোমার আছে মানে?

স্যার, চাওয়া-পাওয়া এইসব কি শুধুই আফনাগো জইন্নে? আমাগো কিছুই থাকবার পারে না?

শিহাব চমকে ওঠে। এই মেয়ে হঠাৎ এমন অদ্ভুত করে কথা বলছে কেন? নাকি কোনো এক অদ্ভুত কারণে তার সব কিছু অন্য রকম মনে হচ্ছে। ঘোর অন্ধকারে সে আর মুখোমুখি এক সুন্দরী নারী। সময়ের করালগ্রাসে যে নারী এখন ঘৃণার পাত্রী। অদ্ভুত ব্যাপার এর কাছেই সব অভুক্ত পুরুষ ছুটে আসে। ভালোবাসা নেয়। জীবনের অপূর্ণ স্বাদ নেয়। তাহলে তাকে এত ঘৃণা করে কেন?

এই রিমি নামের মেয়েটার জীবনে ভালোবাসার কথা আমরা ভাবতে পারি না। সে শুধুই ভোগের পণ্য, অন্য কিছু নয়। রিমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল– স্যার, এক সময় আমি এমন ছিলাম না। আমি একজনকে ভালোবাসতাম।

দেখো, তোমার ভালোবাসার গল্প শোনার সময় আমার এখন নেই।

ক্যান স্যার? আমি কি ভালোবাসতে পারি না?

শিহাব বুঝতে পারল রিমি যন্ত্রণা করবেই। বরং এই মেয়ের বিপরীতে গেলে আরো সমস্যা। বরং কো-অপারেট করতে পারলেই ভালো।

রিমি বলল, স্যার আফনে চামচা না হয়ে কবি হইলে ভালো হইতেন।

কেন?

কী সব ভাবেন, তাই বললাম।

তুমি আমাকে চামচা ভাবছো কেন? আমি তো চামচা না।

হি হি করে হাসল রিমি। হাসিটা অদ্ভুত মনে হলো শিহাবের। রাতের

অন্ধকারের সত্যিই এক অলৌকিক ক্ষমতা আছে। মানুষকে বদলে দেয়ার।

স্যার, আমরা হলাম বাজারি মেয়ে। রাত-দিন পুরুষের লোভের চোখ দেখি। আর দেখি কামের নেশা। আর নেশা শেষ হওয়ার পর দেখি ঘেন্না। যে শরীর চুষে খায় সেই শরীরকে ভাবে নাকের ছিত। নাকের ছিতও মানুষ কাশের সময় গিলে খায়। আর আমাগো তাও ভাবে না।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমাকে এসব কথা শুনিয়ে কী লাভ? আমি তো আর সব কিছু বদলে দিতে পারব না। আমার ওপর কিছুই নির্ভর করে না।

তা আমি জানি। তবে আপনাকে স্যার এ কথা বলার একটা কারণ আছে।

কী কারণ?

স্যার, আমরা এমন মানুষ যে অনেক কিছুই ভুলে যেতে না চাইলেও ভুলে যেতে হয়। আমাদের কোনো অতীত নেই। কিন্তু আপনাকে দেখে আজ অতীত ছুটে এসেছে।

মানে?

স্যার, আমি অগাধ মূর্খ না। আমি এসএসসি পাস। কলেজে এক বছর পড়েছিলাম।

হু।

আমি মূর্খের মতো যেমন কথা বলতে পারি, তেমনি ইংলিশও বুঝি। কিন্তু শুধু নিজের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য সব ভুলে মূর্খ সাজতে হয়।

শিহাব কিছু বলল না। কেন জানি রিমির গল্প শুনতে ভালো লাগছে। অথচ একটু আগে সে এত জঘন্য ভাষায় কথা বলছিল, ভাবাই যায় না। তা ছাড়া তার সামনে এভাবে কথা বলার সাহসই কারো নেই।

আমি যাকে ভালোবাসতাম তার সাথে আপনার অনেক মিল আছে। একটা মানুষ কখনো আর একটা মানুষের মতো হয় না। কিন্তু আপনার সাথে আশি ভাগ মিলে যায়।

হয়তো। তোমার মনের ভুলও হতে পারে।

না স্যার, আমি তাকে অনেক ভালোবাসি। যদিও আমি জানি আমার ভালোবাসার দুই পয়সা দাম নেই।

ভালোবাসা তো মূল্য দিয়ে কেনা যায় না।

স্যার, সব ভালোবাসা এক রকম না। আমি যাকে ভালোবাসতাম তার নাম রাকী। আমি তার জন্যই আজ নষ্ট হয়ে গেছি। সে-ই আমাকে প্রথম নষ্ট করেছে। তার সবকিছু জেনে দেখেন আমি একটা মুহূর্তের জন্য তাকে ভুলে যাই না। তাকে ঘৃণা করতে পারি না।

শিহাব চুপ হয়ে গেল। রিমিও কোনো কথা বলছে না। মেয়েটা মনে হয় কাঁদছে। এ কান্না তার ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে।

অসময়ে শিহাবের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভালোবাসা এমনই। কেন জ্যামিতিক নিয়ম মেনে চলে না।

একটা কথা বলি।

বলো।

মানে যদি কিছু মনে না করেন?

বলো, কিছু মনে করব না।

আপনার সাথে রাব্বীর চেহারায় অনেক মিল আছে।

অন্ধকারে তুমি আমাকে দেখলে কী করে?

স্যার গেটের সামনে কিন্তু অনেক আলো ছিল। আর আগে মানুষ চিনতে পারতাম না। এখন পারি। সত্যি বলতে কি আমি গত চার বছরে আপনার মতো চরিত্রবান মানুষ খুঁজে পাইনি।

কী করে বুঝলে আমি চরিত্রবান?

স্যার আপনি জানেন আমাকে যেভাবে খুশি ইউজ করা যায়। তরকারি রান্নার আগে সবাই যেমন চাখে, আপনিও তেমনি চেখে দেখতে পারতেন।

আমি যে তোমাকে চেখে দেখব না তা কিন্তু বলিনি।

নাহ! স্যার, আপনি সত্য বললেন না। আপনার মধ্যে যদি কিছু হয়ে থাকে তা জৈবিক। কারণ আমি পুরুষ মানুষের নিঃশ্বাস নিয়েই চলি। তাদের নিঃশ্বাসের বিষ আমি অনেক দেখেছি।

হু।

স্যার, আমার মুখে গম্ভীর কথা মানায় না। আমার সে অধিকার নেই। কিন্তু আজ একটা অধিকারের বাইরে আবদার করব।

করো। আমি রাখার চেষ্টা করব।

স্যার, আমাকে মানুষ শুধুই ব্যবহার করে। অনেক কিছু করে। কিন্তু কেউ কখনো ভালোবেসে আমার শরীর ছুঁয়ে দেয়নি। আপনি কি আমাকে ভালোবেসে একটা চুমু দিবেন? যদি আপনার ঘেন্না না লাগে।

হো হো করে হেসে উঠল শিহাব। মোবাইলের স্ক্রিনে আলো জ্বালিয়ে দিলো। তাতে দু'জনের মুখ ভেসে উঠল।

বলল, আমার মুখ দেখতে পাচ্ছো?

হ্যাঁ।

এই মুখের পেছনে অনেক পাপ আছে।

সবারই পাপ থাকে স্যার। কারো বেশি কারো কম।

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে দু'জনই সমান পাপী। এটা কি জানো?

জানি স্যার।

আমি অন্যায় সহি। অন্যায়ে সাহায্য করি। এই যে গুপ্ত সাহেব আজ তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, তা কিন্তু আমিই ব্যবস্থা করেছি। এই পাপের সমান দোষ আমার।

স্যার, এক অর্থে আমরা সবাই অন্যায় সহি।

হতে পারে। কিন্তু আমি কেন ভালোবেসে তোমাকে চুমু দেবো। রাব্বীর সাথে আমার চেহারার মিল আছে এ কারণে?

স্যার এটা আমি জানি না। তবে একটা ভালোবাসার চুমু পেতে ইচ্ছে করছে। আর সেটা কেন আপনার কাছ থেকে তা আমি জানি না। এটা ভালোবাসা না। আমার ভালোবাসা পাবার আর কোনো সম্ভবনাই নেই।

ঠিক আছে আমি তোমার কথা রাখব। তবে আজ না।

কেন স্যার?

কারণ কারণ আজ আমি অন্য টেনশনে আছি। একটা বিশেষ কাজ করছি। এখনের মুড নেই।

তার মানে আপনি আমার কথা রাখবেন না।

না।

আমার কোনো মূল্য আপনার কাছে নেই, তাই না স্যার?

তুমি যেভাবে খুশি ভাবতে পারো। আমার কিছুই যায় আসে না।

রিমির চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সে সেই অশ্রু আটকানোর চেষ্টা করল না। আবছা আলোয় রিমির মুখটা দেখতে ভালো লাগছে।

শিহান বলল, এ জীবনটা বেছে না নিলেই পারতে?

কে চায় বলেন নিজেকে প্রতিনিয়ত বেচতে।

জীবন বদলে ফেলো?

কিভাবে বদলাব? আপনিই বলেন?

চাইলে কী না হয়? আমার ধারণা তুমি কখনো বদলানোর চেষ্টা করনি।

স্যার বইয়ের ভাষা বাদ দেন। বইয়ে অনেক কথাই লেখা থাকে।

তুমি চেষ্টা করেছ কখনো? সত্যি করে বলো।

স্যার, আপনি তো সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষ। কিন্তু ভেবে দেখেন আজ আমি এ বাড়িতে এসেছি। আপনি একটা কাস্টমার দিয়েছেন। মোটা অংকের টাকা দিয়েছেন। কাস্টমার বুড়া না ছোড়া আমার দেখার বিষয় না। তার পরও ভেবে দেখেন

এই বিষয়টা সবাই জানলে আমাকে খারাপ বলবে। আপনাকে না। এমনকি ওই বুড়ো খবিশ বেটাকেও না। অথচ এই কাজটা সমাধা করা পেছনে আপনার অবদানও কিন্তু কম না। আমি যদি অপরাধী হই আপনেও অপরাধী। কিন্তু মানুষ আপনাকে ঘেন্না করবে না। ঘেন্না করবে আমাকে।

তা অবশ্য ঠিকই বলেছ।

শিহাব তার হাতটা ধরল। রিমি কেঁপে উঠল।

সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, স্যার আমি চলে যাই।

এত রাতে কিভাবে যাবে?

স্যার আমি এমন এক মানুষ যে সব ভয় জয় করেছি। সম্ভবত আমরা পশু শ্রেণির হয়ে গেছি। তাই ভয় নেই। আমার কাছে রাত-দিন সমান। অন্ধকারই এখন আমার জন্য আশীর্বাদ। আর যদি সত্যি আমার জীবন বদলে যায় তবে আমি আবার অন্ধকার ভয় পাবো।

চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

না স্যার। আজ রাতে আমি একাই বাড়ি ফিরব।

আবার একটু ভেবে দেখো।

রিমি ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করল। বলল, স্যার আমার ঠিকানা এখানে লেখা আছে। আবার কোনো দরকার পড়লে ডাকবেন। জীবন তো আর বদলাতে পারব না। কাস্টমার দেবেন। ডাকলেই কুকুরের মতো দৌড়ে আসব।

আর কোনো দরকার মনে হয় হবে না।

স্যার, কথাটা মনে হয় ঠিক না। পড়তেও পারে।

এত রাতে একা ফিরবে, আমি বরং রেখে আসি।

আমি যেখানে থাকি সেখানে কেউ আমার সম্পর্কে জানে না। সবাই জানে আমি একটা কোম্পানিতে চাকরি করি। মাঝে মাঝেই রাতে ফিরি। সমস্যা নেই, যদিও আজ অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবে।

ঠিক আছে যাও।

আমি জানি স্যার, আপনি কোনো দিনই আসবেন না। তার পরও আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। একদিন বেড়াতে আসবেন। দেখে যাবেন আমাদের নীচু শ্রেণির জীবন। আমি খুব ভালো চা বানাতে পারি। তেজপাতার চা। খেয়ে মজা পাবেন।

একটা কথা মানতেই হবে, তুমি বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারো।

রিমি হাঁটতে শুরু করল। শিহাব বলল, তোমার টাকা নিয়ে যাও।

স্যার, আমি এই টাকা নিতে পারব না। যত নিচেই নামি মনটাকে তো আর

মেরে ফেলতে পারি না।

টাকা নেয়ার সাথে মন মরার কী সম্পর্ক?

স্যার, সে আপনি বুঝবেন না। শুধু শেষ একটা কথা বলব, আমি বেশ্যা হলেও মেয়ে। একটা মানুষ, একজন নারী।

রিমি হাঁটতে শুরু করল। শিহাব সিগারেট ধরাল।

বুড়ো হারামজাদার অবস্থা মনে হয় বেশ কাহিল। আজই একটা ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিহাব সিগারেট হাতে দোতলায় উঠল। গুপ্ত হারামি লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। পড়নে প্যান্ট পর্যন্ত নেই হারামি পুরা উলঙ্গ। গভীর ঘুমে নাক ডাকছে। আরাম নেয়ার আগেই মদের নেশায় তলিয়ে গেছে। মনটা কয় কেঁচি দিয়ে নুনুর ডগা কেটে দিই। অবশ্য যেভাবে নেতিয়ে পড়ে আছে তাতে কাটার দরকার পড়ে না।

অন্ধকার রাতের মধ্যে একটা মজা আছে। মনটা অনবরত বদলে দিতে পারে। অনেক আশার জন্ম দিতে পারে। কিন্তু তার মাঝে আশার জন্ম হচ্ছে কেন? শিহাব তো তার পরিচিত কেউ না। এমনকি সে তার যোগ্যও না। তাহলে কেন এমন করে একটা অন্যায় দাবি তুলল? সে চুমু দিলে তার কী হবে? অপবিত্র থেকে পবিত্র হয়ে উঠবে? যত্তসব উদ্ভট ভাবনা। মাঝে মাঝে সব মানুষই বোকার মতো কাজ করে ফেলে। রিমিও তাই করেছে।

মাঝে মাঝে নিজেকে মানানো যায় না। সমাজের ভদ্র মানুষ আর তার শরীর কাটলে যে একই লাল রক্ত বের হয়। এমন না যে তার শরীরে শুধুই পানি। সময় যতই বদলে যাক, দুঃখ-কষ্টগুলো যে একই রকম। শরীরটা বদলে ফেলতে ইচ্ছে করছে। কারণ সে জানে পাপটা তার মনে না, শরীরে।

বড় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল রিমি। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। হঠাৎ একটা-দুটো সিএনজি যাচ্ছে। অবশ্য সে কোনো কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না। আজ সে হাঁটবে। হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরবে।

রমনা পার্কের সামনে কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। রিমি তাদের দেখে অনেক দিনের আয়ত্ত করা হাসি দিলো। এই হাসিই বলে দেয় সে কোন পেশার মানুষ। অবশ্য আজ মনে হয় হাসিটা ঠিকমতো হলো না।

দু'জন পুলিশ এগিয়ে এলো। তারা এগিয়ে আসা মানেই দশ টাকা হলেও দিতে হবে। সুবিধা হচ্ছে এদের স্বভাব তার মতোই। কোনো বাছ-বিচার নেই। চোরের টাকাও খায়, বেশ্যার টাকাও খায়। অবশ্য টাকাতে তো আর নাম লেখা থাকে না। সাদা-কালো বিভেদ নেই। কোনটা ভদ্রলোকের টাকা, কোনটা বেশ্যার টাকা কেউ জানে না।

পুলিশ দু'জনের মধ্যে একজন ব্রিস্টল সিগারেট টানছে। বিকট গন্ধে বমি আসার উপক্রম। সে সিগারেটে লম্বা টান দিলো। নিয়ন বাতির দিকে ধোঁয়া ছুড়ে বলল, ম্যাডাম কোথায় যাচ্ছেন?

পুলিশ আপনি বলছে! এ কোন দেশে এলাম? স্বপ্ন দেখছে না তো সে। হাতে

একটা চিমটি কেটে নিল রিমি। বলল, আমি ওয়ারী যাবো।

এত রাতে একা একা।

হ্যাঁ, রিকশা-সিএনজি পাইনি।

পুলিশ দু'জন কিছুই বলল না। রাস্তায় দাঁড়াল। এর দশ মিনিটের মধ্যে একটা সিএনজি ধরে ফেলল। বলল, ম্যাডাম চলে যান। বলে দিয়েছি, সমস্যা হবে না। তবে রাতে একা একা এভাবে বের হওয়া ঠিক না। দিনকাল ভালো না।

দিনকালের অবস্থা যে কেরোসিন তা রিমি ভালোভাবেই জানে। ক'দিন আগে ভারতে এক মেয়ে বাসে ধর্ষণ হলো, সে কী তোলপাড় অবস্থা। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত মাপ চেয়ে কূলকিনারা পেল না।

ভারতের এই বাসে ধর্ষণ ঘটনার ঠিক দু'মাস পর মানিকগঞ্জে যাবার পথে একটা মেয়ে ধর্ষিত হয়ে গেল। নিউজটা পত্রিকার কোনায় পড়ে রইল। অথচ কোনো তোলপাড় নেই।

বাস চলবে ঢাকা টু আরিচা, আর ধর্ষণ হবে টেকনাফ টু তেঁতুলিয়া– কোনো মাথাব্যথা নেই। আমরা যে এমনই। সত্যিই সময়টা বড্ড খারাপ।

রিমি সিএনজিতে উঠে বসল। সিনজিওয়ালা পান খাচ্ছে। পিক ফেলছে চলন্ত গাড়ি থেকেই। কেন জানি বিরক্ত লাগছিল তার। শরীর অবশ হয়ে আসছে তার। মনে হচ্ছিল সিএনজি থেকে নেমে যায়।

মতিঝিল পার হতেই সিএনজি ঘরঘর শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। মধুমিতা সিনেমা হলের সামনে নামিয়ে দিলো। কোনো ভাড়া নিল না। বলল– আফা, পৌঁছে তো দিতে পারি নাই। ভাড়া লাগব না। তবে সাবধানে যাইয়েন। জায়গা ভালো না। সাথে পুরুষ মানুষ থাকলে ভালো হইত।

যে পুরুষ তাকে নষ্ট করেছে, সেই পুরুষই তাকে বাঁচাবে, তার সামাজিক নিরাপত্তা দেবে, নিশ্চয়তা দেবে, বিশ্বাস দেবে। কী অদ্ভুত ইকুয়েশন।

সিনেমা হলের শেষ শো শেষ হয়নি। একদল অবসাদগ্রস্ত মানুষ বিনোদনের জন্য এই রাত-বিরাতে বাংলা ছবির নায়িকার তলপেটের চর্বি দোলানো দেখছে। কত সুখ তাদের মনে।

সিনেমা হলের সামনে একটা চায়ের স্টল। কুপি জ্বালিয়ে রেখেছে দোকানি। লোক অল্প। রিমি সামনের বেঞ্চে গিয়ে বসল। বলল, চা হবে?

হইব, কিন্তু দেয়া যাইব না।

কেন?

আফিম মিশাইছি। খাইলে মাথা মোচড় দিবো।

দিলে না। আমার মাথা আগ থেকেই মোচড় দেয়া। আমাকে এক কাপ দাও।

দুই চুমুক দেই।

বুইঝেন কিন্তু, গরিবের কথা বাসি হইলে ফলে। শেষে আমি ফাইস্যা যামু।

ভয় পেও না। আমিও গরিব। নেছাড় গরিব। চা দাও। বাসি হলেও তোমার কথা ফলব না।

রিমি দেখল দোকানদার হাসছে। সে তার কথায় মজা পাইছে। তবে চায়ের মধ্যে গরম পানি মিশিয়ে আফিম পাতলা করার চেষ্টা করছে। বলল, আফা চিনি বেশি না কম?

বেশিই দাও। কম দিলে তো আর দাম কম রাখবা না। তাই না?

দোকানি হাসল। পিওর হাসি। বলল, আফা একটা কথা জিগাই।

বলো।

এত রাইতে একা একা এইখানে কী করেন? নাইট শো শেষ হবার আগেই বাইর হইছেন? ভাইজানের সাথে ঝগড়া হইছে?

রিমি চায়ের চাপে চুমক দিয়ে বলল, হু।

ভাইজানের সাথে রাগ কি বেশি করছেন?

হু।

গত কাইল আমিও নাইট শো দেখছি। ছবিডার মধ্যে কেড়াবেড়া আছে। নায়কের শক্তি নাই। খালি মাইর খায়।

আফিমঅলা চা খাওয়াতে হবে। তাহলে শক্তি বাড়বে।

হি হি করে হেসে উঠল দোকানি। বলল, আফা মশকারা করেন?

দাম কত হইছে?

সাত টেকা।

রিমি এক শ' টাকা ধরিয়ে দিলো। দোকানি বলল, আফা ভাংতি তো নাই।

কাল এসে নিব। রেখে দাও।

রিমি তাকে কিছু বলার সুযোগ দিলো না। হন হন করে রওনা দিলো। গলিপথে তার কোনো ভয় নেই। বরং তাকে দেখলেই এখন অন্যরা ভয় পায়। তবে ভয় তার কুত্তা। এরা তো আর নষ্ট নারী চেনে না। সুযোগ পেলেই হয়তো নষ্ট পুরুষের মতো বিষদাঁত বসিয়ে দেবে।

সমস্যা একটাই। রিমি ইনজেকশন খুব ভয় পায়। নাভীর চার পাশে চৌদ্দ ইনজেকশন। এ তো এক রাতে চার কাম পুরুষ সামাল দেয়ার চেয়েও ভয়াবহ। মনে হতেই গা শিউরে ওঠে।

রিমি বাড়ির ভেতরে ঢুকল একটু হিসাব করে। কোনো শব্দ করল না।

বাড়ি বলতে থাকার একটা জায়গা। একটা মাত্র রুম। একতলা বস্তি বলা

যায়। পেছন দিক দিয়ে একটা কলঘর। চার দিকে টিনের বেড়া দেয়া। রিমির এই কলঘরটা খুব পছন্দের। এমনও দিন গেছে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানি ঢেলেছে শরীরে। নাপাক শরীর বিশুদ্ধ করার চূড়ান্ত চেষ্টা বলা যায়। যদিও সে জানে এই পানি হাজার মণ ঢাললেও তার শরীর বিশুদ্ধ হবে না। শরীর বিশুদ্ধ হলেও মন পবিত্র হবে না। তার পরও সে চেষ্টা করে।

কলঘরের পাঁচ পাওয়ারের বাতি জ্বালাল সে। ক'দিন আগে এক কোনায় সে আয়না লাগিয়েছে। মাঝে মাঝে সে আয়না দিয়ে তার মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কত ভালোবাসা পাবার কথা ছিল। অথচ মুখটার মাঝেও কোথায় যেন নষ্ট নারীর ছাপ পড়ে গেছে।

কল ছেড়ে রিমি পানি ঢালছে শরীরে। কোনো কাপড় নেই তার। এলো চুলগুলো শরীরে লেপ্টে আছে। আয়নায় শরীরটা স্পষ্ট দুলছে। সত্যিই তার শরীরের গঠন ভালো। একটুও মেদ নেই। পেটের দিকটায় চামড়া টসটসে লাল-সাদা। তার চেয়েও বড় কথা মসৃণ।

সে পানি ঢালছে আর ঢালছে। তার মনের সুন্দর ভয়াবহভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। যেভাবেই হোক, আজ রাতেই পবিত্র করে তুলতে হবে।

পাক্কা আধা ঘণ্টা গোসল করল রিমি। হালকা করে শরীর মুছে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার একটা সাদা জামা আছে। জামাটা রাব্বী দিয়েছিল। খুব মন খারাপ হলে মাঝে মাঝে সে জামাটা পরে। কপালে টিপ দেয়। তারপর শুয়ে শুয়ে মনখুলে কাঁদতে থাকে। এভাবে কত রাত তার কেটেছে তার হিসাব কেউ জানে না।

আজো রিমি জামাটা পরল। বিছানায় শুয়ে পড়তেই বুঝতে পারল তার শরীর ভয়াবহ খারাপ করেছে। মনে হয় জ্বরও উঠেছে। মাথা চক্কর দিচ্ছে।

রিমির মনে হলো দরজাটা খোলা। অবশ্য খোলা থাকলেও সমস্যা নেই। কেউ গেলে নেয়ার মতো কিছুই পাবে না। না কোনো সম্পদ, না তার ইজ্জত। গভীর জ্বরের ঘোরে তার কেবলই মনে হচ্ছিল, এ পৃথিবীতে তার চেয়ে নিঃস্ব মানুষ আর কেউ নেই।

শিহাব গুপ্তের মুখের ওপর বালিশ চেপে ধরল। ব্যাটা চ্যাং মাছের মতো কিছুক্ষণ দাপাদাপি করল। আহারে বেচারা মরার সময় ন্যাংটা হয়েই মরল। এত সম্পত্তি, এত বিশাল ক্ষমতা এই নির্মম মৃত্যু আটকাতে পারল না। সবচেয়ে বড় কথা সে যে মারা গেছে তা কেউ জানবেই না। সবাই জানবে সে নিখোঁজ হয়েছে।

গুপ্তের নিথর শরীরটা চার ভাগ করল সে। হাত পা মাথা নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা হলো না। সমস্যা হলো পেটে নিয়ে। বিকট বাজে গন্ধ বের হলো। সেই গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার মতো অবস্থা।

লাশটা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কুচি কুচি করে কেটে রান্না করে ফেলল সে। কাজটা করতে তার সময় লাগল না। বেশি করে লবণ তেল আর মসলা দিয়েছে শিহাব। কোনো গন্ধ নেই।

ছোটবেলায় একবার একটা কুচা রান্না করেছিল শিহাব। সবাই বলত কুচা খেলে নাকি বাতের ব্যথা ভালো হয়। তা ছাড়া সেক্স পাওয়ার বাড়ে। অবশ্য এর কোনোটার জন্যই সে কুচা রান্না করে খায়নি। তার টেস্ট নেয়ার ইচ্ছে ছিল। অবশ্য লাল টকটকে সেই কুচা সে খেতে পারেনি। মুখে দিতেই বমি হয়েছিল।

আজো নাড়িভুঁড়ি উল্টে এলো তার। এই রান্নার কী নাম দেয়া যায়। গুপ্ত ঝালফ্রাই। একটু টেস্ট করলে কেমন হয়। সে শুনেছে আমাজানের জঙ্গলে নাকি মানুষখেকো একটা উপজাতি আছে। ঘটনা সত্যি কি না কে জানে। তবে তারা যদি কাঁচা মানুষ খেতে পারে তবে সে কেন পারবে না।

শিহাব ঘড়ি দেখল। রাত ৩টা বাজে। তার মানে সময় খুব বেশি নেই। সে বড় একটা গামলায় সেনগুপ্তের ঝালফ্রাই ঢেলে নিল। তারপর গামলাটা নিয়ে গেল গ্যারেজের সামনে। চার কুত্তা জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। মাংসের গামলা সে যেন রাখল ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে। মুহূর্তেই শেষ করে ফেলল ঝালফ্রাই।

শিহাব আবারো এক গামলা নিয়ে এলো। এবারো বেশি সময় লাগল না। দুই দিনের না খাওয়া কুত্তা। কামড়াকামড়ি করে চেটেপুটে খাচ্ছে। দেখতেই ভালো লাগছে তার।

পাঁচবারে সেনগুপ্তের ঝালফ্রাই শেষ করল চার কুত্তা। একবারে চেটেপুটে খেলো। এবার আরো একটু পেলে ভালো হতো তাদের জন্য। কিন্তু কী আর করার।

বাসার মধ্যে ঢোকার আগে শিহাব শেষ রিস্কের কাজটা সেরে নিল। চার কুত্তাকে গেটের বাইরে নিয়ে ছেড়ে দিলো। যা ব্যাটা এবার শহরজুড়ে সেনগুপ্তের বিষ্ঠা ছড়া। নেতা সাহেব এই শহরের ধুলোয় মিশে যাক।

শিহাব দৌড়ে দোতলার বাথরুমে পৌঁছে। সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যায়। মনে হচ্ছে নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত বের হয়ে আসবে। বমি মানেই শরীরের হালুয়া টাইট। সে বাথরুমের ওয়াল ধরে চোখ বন্ধ হয়ে পড়ে থাকল।

আধা ঘণ্টা পর সে শাওয়ারটা ছেড়ে দিলো। মাথায় পানি পড়তেই বেশ ভালো লাগল তার। না, না, এই অসময়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে চলবে না।

বেশি করে শরীরে সেন্ট মাখল শিহাব। এখন একটু ভালো লাগছে। কুলছুম বলত, বমি এলে ভালো ভালো খাবারের কথা ভাববেন। এতে বমি বমি ভাব দূর হবে।

শিহাব ভালো ভালো খাবারের কথা ভাবার চেষ্টা করল; কিন্তু কিছুতেই ভালো কিছুর নাম মনে করতে পারছে না। বরং কেবলই সেই লাল কুচার কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে কুচা কালো কালো চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

অদ্ভুত একটা ঘোর তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে। আর একবার এই প্যাঁচে পড়ে গেলে আর কোনো রক্ষা নেই। এ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় রিফ্রেশ। কিন্তু চেইন স্মোকারদের জন্য সিগারেটের মতো ভালো রিফ্রেশমেন্ট আর নেই।

শিহাব বারান্দায় এসে দাঁড়াল। প্যাকেটে মাত্র দুটো সিগারেট আছে। শেষ রক্ষা হবে মনে হয়। একটা সিগারেট ধরাল সে। জোরে জোরে ধোঁয়া বুকে নিল। কুলছুম সিগারেট খাওয়া পছন্দ করত না। বলত সিগারেট খায় ডাকাতরা।

শিহাব বলত, তুমি কখনো ডাকাত দেখেছ?

না।

তাহলে কী করে বুঝলে ডাকাতরা সিগারেট খায়?

এক কথা বুঝি না। তুমি কখনো খাবে না।

আচ্ছা ঠিক আছে।

ঠিক আছে বললে হবে না। আমার মাথা ছুঁয়ে ওয়াদা করো।

আমি তো সিগারেট টানি না। সো ওয়াদা করার কী আছে?

তুমি ওয়াদা করবে কি না বলো?

শিহাব তার হাতে মাথায় হাত রেখে ওয়াদা করে। কুলছুম আনন্দে আত্মহারা হয়ে শিহাবের বুকে চলে আসে। কী অদ্ভুত সময়? কী অদ্ভুত অনুভূতি? কত না

পাগলামি। নিজের অজান্তেই হেসে ওঠে সে।

কুলছুম সব সময়ই তার সাথে ছিল। আজো কোনো না কোনোভাবে তার পাশেই আছে। কিভাবে যেন কুলছুম সব সময় তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিভাবে করে? কেন করে শিহাব তা জানে না। একটা মুহূর্তের জন্যও সে কেন জানি কুলছুমকে মুছে দিতে পারে না।

বিছানার চাদর আর ডেকচিগুলো শিহাব তুলে নিল গাড়িতে। সময় বেশি নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। নাহ! বোকার মতো সে ডেচকি আর চাদর নদীতে কিংবা রাস্তার ধারে ফেলে দিলো না।

সব খুনিরা এই ভুলটাই করে। পড়ে থাকা ডেকচি আর চাদর পুলিশ উদ্ধার করবে। তারপর সন্দেহ শুরু হবে এখান থেকেই। দরকার কী রিস্ক নেয়ার?

শিহাব ডেকচি নিয়ে থামল পুরান ঢাকায়। প্লান অনুযায়ী পিকনিকের জন্য এক শ' মানুষের জন্য তাদের গরম গরম কাচ্চি বিরানি রেধে দেয়ার কথা। এ জন্য টাকাও বেশি পেইড করা হয়েছে।

বলা ছিল ভোর চারটায় ডেলিভারি দিতে হবে। শিহাব পৌছে গেল চারটা দশে। তারাও উৎসাহের সাথে কাচ্চি রেধে অপেক্ষা করছে। শিহাব বলল, ডেকচিটা ভালো করে ধুয়ে এটাতে ভরে দাও।

স্যার, টেস্ট কেমুন হইছে দেখবেন না।

এক কাজ করো এক প্লেট আলাদা করে দাও। চেখে দেখি।

হাঁক ছাড়ল হোটের মালিক, এই স্যারকে কাচের প্লেট ধুয়ে তাড়াতাড়ি দে। মরিচ-পেঁয়াজ দে। সাথে দে বোরহানি।

তারা চটপট তাই করল। কিন্তু খেতে পারল না শিহাব। বারবার তার চোখের সামনে গুপ্তের ঝালফ্রাই ভেসে উঠছে। কোথেকে যেন একটা বিকট গন্ধ তার নাকে ধাক্কা দিচ্ছে।

তবে ঢকঢক করে গিলে ফেলল বোরহানি। একটু ফ্রেশ লাগছে তার।

ডেকচি ভর্তি কাচ্চি বিরানি নিয়ে শিহাব থামল গোলাপ শাহর মাজারের সামনে। বিলিয়ে দিলো সেখানে। একগাদা ক্ষুধার্ত মানুষ গবগব করে কাচ্চি খাচ্ছে। শিহাব আর অপেক্ষা করল না। আর একটা কাজ বাকি আছে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস নিল সে।

দরজাটা খোলা। শিহাব দরজায় টোকা দিলো। কোনো শব্দ নেই। সে অপেক্ষা করল। কিন্তু কোনো শব্দ নেই। এবার ভেতরে উঁকি দিলো। বিছানায় রিমি শুয়ে আছে। সে ইশারায় ডাকল। অনেক কষ্টে বলল, আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল আপনি আসবেন।

শিহাব ভেতরে গেল। বিছানার পাশে বসল। বলল, কী ব্যাপার? অসময়ে ঘুমাচ্ছ?

আমার কপালে একটু হাত রাখবেন?

অবশ্যই।

শিহাব কপালে হাত রেখে চমকে উঠল। বলল, একি? অবস্থা তো ভয়াবহ খারাপ। ডাক্তার ডেকেছ?

কে ডাকবে?

চলো। ডাক্তারের কাছে।

লাগবে না। গরিব মানুষের ডাক্তার লাগে না। এমনিতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কথা কম বলো। চলো।

লাভ নেই। আর গেলেও এখন না। এখন আমি উঠে দাঁড়াতে পারব না।

একটা প্যারাসিটামল খাও।

অযথা কিছু বলেন। বললাম না, আমার কিছু হবে না।

অসুস্থ মানুষের কথা শুনতে হয় না।

আমি কি সত্যি মানুষ।

অবশ্যই মানুষ। পাপ সবার মধ্যেই থাকে। আছে। পাপ ছাড়া মানুষ নেই। বুঝলে।

আপনি আমার পাশে এসেছেন। দেখবেন এক্ষুনি জ্বর নেমে যাবে।

শিহাব হাসল। বলল, এসব বইয়ের কথা। কাল রাতে তুমি আমাকে বইয়ের কথা বলতে বারণ করেছ। কিন্তু আজ তুমিই বলছো।

রিমি হাসল। কী সুন্দরই না তাকে লাগছে? শুভ্র পবিত্র হাসি।

আমি আপনাকে তেজপাতার চা বানিয়ে দিতে পারলাম না।

আগে ভালো হয়ে ওঠো। তারপর চা হবে। সব হবে।

রিমি একটু উঠে হেলান দিলো। বলল, দরজাটা বন্ধ করে দেন।

শিহাব দরজার দিকে তাকাল।

ভয় পাবেন না। আমি আমাকে নিয়ে ভাবি না। আমার মান-সম্মান নিয়েও ভাবি না। কিন্তু আপনি সম্মানিত মানুষ।

শিহাব দরজা বন্ধ করে দিলো। রিমির পাশে বসল। বলল, আমি তোমার ইচ্ছে পূরণ করতে এসেছি।

সরি, কাল রাতে অনেক বেশি পাগলামি করে ফেলেছি। মাঝে মাঝে এমন হয়। অনেক কিছু পেতে ইচ্ছে করে।

আমি তোমাকে নতুন জীবন দিতে চই। আসবে আমার সাথে।

আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

না দেখছো না। কিছু কিছু দৃশ্য স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর।

রিমি কোনো কথা বলল না। তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সে চোখ বন্ধ করল। শিহাব তাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ভালোবাসা ঢেলে দিলো।